নভেম্বর মাস :
পরলোকগত ভক্তবৃন্দের মাস

প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪০ ❖ ৫ - ১১ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

পরিপূর্ণ জীবন

শিশুরাই জপমালা প্রার্থনার উত্তম প্রচারক

মৃতেরা অবহেলিত

সৃষ্টিকে দাসের প্রভাব থেকে মুক্ত করে এক নতুন আনন্দ নগরী রূপে রূপায়ন করা

স্মৃতিতে ৪র্থ বছর

প্রয়াত আগষ্টিন কস্তা

জন্ম: ২৮ এপ্রিল, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৭ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
তিরিয়া, নাগরী ধর্মপল্লী

আই লাভ ইউ বাবা। আই মিস ইউ। আমি তোমাকে অনেক মিস করি বাবা। তোমাকে আমার বর্তমান জীবনে অনেক কিছুতে খুঁজে বেড়াই বাবা। তোমাকে আমার অনেক প্রয়োজন ছিল। তুমি আমার জীবনে যখন বেশি দরকার ছিলে বাবা তখন তুমি নাই। নাই মানে নাই। পৃথিবীর কোনো কোণায় যদি তুমি থাকতে আমি সেখানেই যেতাম বাবা। শুধু একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আমার আর কিছু করার নাই বাবা। বেশির ভাগ সময়ই বাবা তোমার সঙ্গ, তোমার ফোন আমার একাকিত্ব দূর করত, আমার মন ভাল হত, আমাকে পরামর্শ দিতে, আমার সাথে অনেক কিছু শেয়ার করতে এগুলো আমাকে অনেক কষ্ট দেয়। বাবা চোখের সামনে স্মৃতিগুলো ভেসে বেড়ায় আর চোখ ঝাপসা হয়ে পড়ে। মনকে বুঝানো যায় না। তুমি অনেক বড় মনের মানুষ ছিলে বাবা। আজও তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিরা তোমার অনেক ঘটনার কথা বলে। তাদের মনের এক কোণেও তুমি আছ বাবা। তুমি মানুষটাই এমন ছিলে। আই লাভ ইউ বাবা। যখন তোমার কোন ছবি পোষ্ট দেই বাবা দেশ-বিদেশের অনেকে যখন তোমাকে ঘিরে সুন্দর কমেন্ট লিখে তা পড়ে হৃদয় ভরে যায় বাবা। তখন আমি যে তোমার মেয়ে গর্বে বাবা আপ্লুত হয়ে পড়ি। আমার মত তোমার বাকী সন্তানসহ তোমার ১১ জন নাতি। নাতনি, নাতনি জামাই সবাই তোমাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করে। তারাও অনেক ভালোবাসে বাবা তোমাকে। আমাদের জন্য অনেক আশীর্বাদ দিও বাবা। মৃত্যুশয্যায় মাথায় হাত রেখে যে গুরু দায়িত্ব দিয়ে গেছ তা যেন সুষ্ঠু থেকে পালন করতে পারি বাবা।

আজ তোমার ৪র্থতম মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমার জন্য আমাদের অনেক অনেক ভালোবাসা আর প্রার্থনা রইল বাবা। মা, বোনকে নিয়ে ভাল থেকো বাবা। প্রার্থনা করি পিতা যেন স্বর্গীয় সকল সুখ দিয়ে তার পাশে তোমাদের স্থান দেন। এই প্রার্থনায় –

তোমার আদরের–
চন্দ্রা, চন্দন, চঞ্চল, চামিলি, চুমকী এবং অন্যরা।

বিজ্ঞ/৩৩৯/২৩

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ৪০০ টাকা

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৩২টি দেশে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে। আপনাদের আমরা একজন নিয়মিত গ্রাহক হিসেবে পেয়ে খুবই গর্ববোধ করছি।

বাংলাদেশের সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদার পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা না হলেই নয়। আপনারা জানেন, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। এর পথচলা বর্তমানে ৮৩ বছরের। এতো প্রাচীন পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশে গ্রাহক হিসেবে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সব সময়ই সময়ের চাহিদা অনুসারে আপনাদের হাতের কাছে পৌঁছে থাকে। পত্রিকা প্রকাশে আপনাদের অবদানের পাশাপাশি এর খরচের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। দিনদিন এর খরচের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী তার নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত, কোন অনুদানের উপর নির্ভর করে পত্রিকা প্রকাশ করা হয় না।

একজন গ্রাহকের পিছনে প্রতি সপ্তাহে এক কপির জন্যে প্রায় ২০ টাকা খরচ হয়। বছরে প্রায় ৪৪টি সাধারণ সংখ্যা, একটি ইস্টার সংখ্যা ও একটি বড়দিনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ একজন গ্রাহকের পিছনে খরচ হয় ৮৮০ টাকা (এখানে কর্মীর বেতন ও অফিস এডমিনিস্ট্রেশন খরচ ধরা হয়নি)। আপনারা বর্তমানে দিচ্ছেন ৩০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি কপির জন্যে প্রায় ৬টাকা, এর মধ্যে পাচ্ছেন ১০০ টাকার বড়দিন ও ৩০ টাকার ইস্টার সংখ্যা, বাকী ১৩ টাকা প্রতি সপ্তাহে প্রতি কপির জন্যে ভর্তুকি বহন করতে হয় প্রতিবেশীকেই, যা বছর শেষে একজন গ্রাহকের পিছনে ভর্তুতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫৭২ টাকা। তবে বিজ্ঞাপন বাবদ যে আয় হয় তা সামান্যই ব্যয় কমাতে সাহায্য করে। আবার অনেক গ্রাহক রয়েছেন যারা নিয়মিত গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করেন না।

তাই ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক প্রতিবেশীকে গতিশীল ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ জানুয়ারি হতে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা এই প্রতিবেশীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, লালন-পালন করা, আমার আপনার সকলের দায়িত্ব।

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ৪০
৫ - ১১ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
২০ - ২৬ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

মৃত জীবিত সকলের জন্য প্রার্থনা করুন

প্রার্থনাই শক্তি। তাই রোজ সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে মালা প্রার্থনা করা হয় খ্রিস্টীয় পরিবারে। জপমালা প্রার্থনার সময় আমরা মা মারীয়ার সাথে যিশুর জীবন ধ্যান করি। প্রত্যেক বিশ্বাসী মানুষই প্রার্থনা করেন নিজের জন্য, প্রিয়জনদের জন্য, দেশ, জাতি ও বিশ্বের মঙ্গলের জন্য। প্রার্থনা মনে প্রশান্তি আনে, পাপের ক্ষমা পাই, ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করি; সুন্দর জীবনের অনুপ্রেরণা লাভ করি। প্রার্থনাতে আমরা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়ে তাঁর অনুগ্রহ যাচ্না করি। সে প্রার্থনা যখন অন্যের মঙ্গলের জন্য হয় তখন তা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টি মানুষকে খুশি করে। অন্যান্য ভালো ও কল্যাণকর কাজের মতো প্রার্থনাও একটি ভালো কাজ। তাইতো মাতা মণ্ডলী মৃত প্রিয়জনদের জন্য অনবরত প্রার্থনা করার উদাত্ত আহ্বান করেন। বিশেষ ভাবে এই নভেম্বর মাসে শুচ্যগ্নিস্থানে বিদ্যমান সকল আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করার বিশেষ ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু নিজেদের জন্যই নয়, প্রার্থনা করতে হবে সকল মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধতার জন্য। যারা পথে ঘাটে অবহেলায় পড়ে মরে আছে সেই সব অবাঞ্চিত মানুষগুলোর জন্যও প্রার্থনা করতে হবে। এই প্রার্থনায় ঈশ্বর খুশি হন।

এখন পরলোকগত মানুষের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করা হয় কবরে মোমবাতি জ্বালিয়ে, ফুল ছিটিয়ে, ফুলের তোড়া দিয়ে। সে অনুষ্ঠানে তার জীবন-চরিত আলোচনা হয়। মৃতের আত্মার কল্যাণেই শুধু নয়, নিজেদের জন্যও প্রার্থনা করতে এবং নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে হবে। মৃত্যু আসে সবার আগোচরে। কখন, কোথায়, কি ভাবে মরণ হবে তা কেউ জানে না একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ছাড়া। তাই জীবন কালেই এবং নিজেকেই নিজের মৃত্যুর জন্য আগে প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রার্থনা এবং খ্রিস্টানুস্মরণই সেই পথ। ঈশ্বরের বাক্য অন্তরে ধারণ করতে হবে, সেভাবেই পথ চলতে হবে। ঈশ্বর আমাদের জন্য বিশ্বচরাচরে কত কিছুই সৃষ্টি করেছেন। সেই লালন করতে হবে, রক্ষা করতে হবে। বিশ্ব প্রকৃতিকে রক্ষা করতে না পারলে সভ্যতার বিলুপ্তি অবসম্ভাবী। জীবন এবং প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একে অন্যের ছাড়া বাঁচতে পারে না। কিন্তু মানুষ ঠিক উল্টো পথেই এগিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় পৃথিবী যেমন উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে সাথে সাথে ধ্বংসের পথেও ধাবিত হচ্ছি। সৃষ্টিকে ভালোবাসতে না পারলে ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষকেও ভালোবাসা যায় না, ভালোবাসা যায়না স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে। আমরা যেন ভুলে না যাই ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা। নভেম্বর মাসই শুধু নয়, আমরা যেন সারা বছরই মৃতদের কল্যাণে প্রার্থনা করি, জীবিতদের ভালোবাসি, কথায়, কাজে ও সেবায়। ভালোবাসি প্রতিবেশি ভাইবোনদের তাদের যত্ন নেই, অভাবী ভাইবোনদের সাহায্য করি। সৎ জীবন যাপনই প্রার্থনার সামিল। সর্বোপরি দেশকে ভালোবাসি, ভালোবাসি দেশের দীনহীন, অসহায়, বঞ্চিত মানুষকে। কলুষিত ধরণীকে নতুন সাজে সাজিয়ে সজীব প্রাণবন্ত করে তুলি, গড়ে তুলি ন্যায়, শান্তি ও সম্প্রীতির নতুন পৃথিবী। যিশু নিজেই অস্পৃশ্য কুষ্ঠরোগীকে, ভূতগ্রস্তদের, এবং অবহেলিত মানুষকে ভালোবেসেছেন, স্পর্শ করেছেন। কারণ তিনি অসুস্থ, পাপোলিপ্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষেদের জন্যই এসেছিলেন তাদের নিরাময় করে আলোর পথে চলতে।

বর্তমান বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে ধর্মের নামে, বর্ণের নামে, জাতির নামে, আদর্শের নামে, স্বার্থের নামে কত সহিংসতা, কত রক্তপাত, কত যুদ্ধ, কত ধ্বংস। এই পাশবিক এবং মানবতা বিরোধী অপরাধের তীব্র নিন্দা জানাই। ধর্মবিশ্বাস, আদর্শ মানুষকে মুক্তমনা, পবিত্র করে, শুদ্ধ উদার করে এবং অন্যের প্রতি মমত্ববোধ জাগে, অন্যকে সম্মান করতে শেখায়। ধর্ম মানুষকে পরমতসহিষ্ণু করে।

বর্তমান বিশ্বে ক্রমশ মানুষ যেন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেছে। গোটা বিশ্ব যেন এক অন্ধকার যুগের দিকে ধাবিত হচ্ছে অহংকারে, কপটতায়, স্বার্থের খাতিরে। সততা, ন্যায্যতা, পরমতসহিষ্ণু যেন কোন ভিন গ্রহের আগুবাক্য। আমাদের এই অস্থিরতার অন্ধকার থেকে ফিরে আসতে হবে। আত্মবিশ্লেষণ, আত্ম মূল্যায়ন করে ভালোবাসার হাত প্রসারিত করতে হবে পরস্পরের প্রতি। মন ফিরাতে হবে জগত স্রষ্ঠা প্রভু পরমেশ্বরের দিকে যিনি সব কিছুর মালিক॥ †

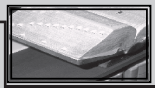

আর যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে ; আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে। -মথি ২৩:১২।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

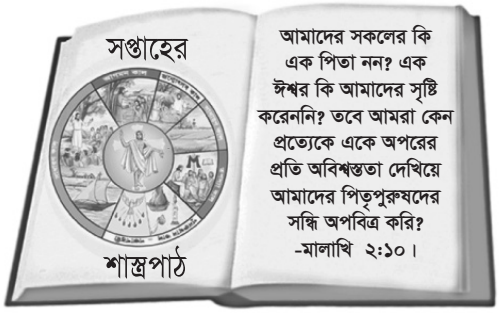

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৫ - ১১ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

৫ নভেম্বর, রবিবার
মালাখি ১: ১৪ -- ২: ২, ৮-১০, সাম ১৩১: ১-৩, ১ থেসা ২: ৭-৯, ১৩, মথি ২৩: ১-১২

৬ নভেম্বর, সোমবার
রোম ১১: ২৯-৩৬, সাম ৬৯: ৩০-৩১, ৩৩-৩৪, ৩৬-৩৭, লুক ১৪: ১২-১৪

৭ নভেম্বর, মঙ্গলবার
রোম ১২: ৫-১৬, সাম ১৩১: ১-৩, লুক ১৪: ১৫-২৪

৮ নভেম্বর, বুধবার
রোম ১৩: ৮-১০, সাম ১১২: ১-২, ৪-৫, ৯, লুক ১৪: ২৫-৩৩

৯ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস, *পর্ব*
এজে ৪৭: ১-২, ৮-৯, ১২ -- বিকল্প, ১ করি ৩: ৯-১১, ১৬-১৭, সাম ৪৬: ১-২, ৪-৫, ৭-৮, ৯, যোহন ২: ১৩-২২

১০ নভেম্বর, শুক্রবার
মহাপ্রাণ সাধু লিও, পোপ ও আচার্য, *স্মরণ দিবস*
রোম ১৫: ১৪-২১, সাম ৯৮: ১-৪, লুক ১৬: ১-৮

১১ নভেম্বর, শনিবার
সাধু মার্টিন, বিশপ, *স্মরণ দিবস*
রোম ১৬: ৩-৯, ১৬, ২২-২৭, সাম ১৪৫: ২-৫, ১০-১১, লুক ১৬: ৯-১৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৫ নভেম্বর, রবিবার
+ ১৯৭৪ ব্রাদার ফাবিয়ান এফ. ল্যামেস্টার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ সিস্টার এম. ডাইওনোসিউস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮০ সিস্টার মেরী অমের বিশ্বাস আরএনডিএম (ঢাকা)

৬ নভেম্বর, সোমবার
+ ২০০১ সিস্টার এমেলিয়া থেরিয়াঁ সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৭ নভেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৫৬ মাদার এম. আম্ব্রোজ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৪ সিস্টার এম. ইমেল্ডা ক্রুজ আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০১৫ ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ [সীমা] (ঢাকা)

৮ নভেম্বর, বুধবার
+ সিস্টার ভেরোনিক মরিস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮১ সিস্টার মারী হেলেন এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১০ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৮৭ ফাদার আন্তনিও আল্‌বের্তন্ এসএক্স (খুলনা)

১১ নভেম্বর, শনিবার
+ ১৯৫৭ ফাদার লিও গোগিন সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮০ সিস্টার এম. বনিফাস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৮ সিস্টার আগ্নেস মিনজ্ সিআইসি (দিনাজপুর)

শিশুদের গির্জায় নিয়ে আসি

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে রবিবাসরীয় উপাসনায় ১৮-২০ জন সেবক-সেবিকা হতে দেখা যায়। বাংলাদেশে অন্য কোন ধর্মপল্লীতে এমন চিত্র একেবারেই বিরল। এই ছোট্ট সেবক-সেবিকাগণ খ্রিস্টযাগের ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা পূর্বে গির্জায় চলে আসে যেন সেবক হতে পারে। খ্রিস্টযাগে তাদের অংশগ্রহণ সত্যিই চমকপ্রদ, সুশৃঙ্খল ও মনোরম। তাদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ সকলেরই নজর কাড়ে। তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ প্রতি রবিবারেই খ্রিস্টযাগের পর ঘোষণা দিয়ে সেবক-সেবিকাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন। পিতামাতাদের সাধুবাদ জানান নিজ সন্তানদের গির্জায় নিয়ে আসার জন্য। খ্রিস্টযাগে অনেক সেবক-সেবিকার অংশগ্রহণ উপাসনাকে যেমন শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়, তেমনি উপাসনাকে অর্থপূর্ণ করে তোলে।

এখন স্কুল, প্রাইভেট, কোচিং, নাচের ক্লাস, আর্টের ক্লাস, গানের ক্লাসে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয় শিশুদের। অনেক সময় শিশুরা হাঁপিয়ে ওঠে এইসব ক্লাসের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে করতে। আবার অনেক সময় এইসব ক্লাসে এতই ব্যস্ত থাকতে হয় যে নিয়মিত গির্জায় আসা হয়ে ওঠেনা। কেন গির্জায় আসোনি বা কেন গির্জায় আসতে পারোনি? এমন প্রশ্ন করলে বা জিজ্ঞাসা করলে অনেক শিশুই খুব সহজ উত্তর দেয়। মা নিয়ে আসেনি। পিতামাতার উদাসীনতা সন্তানের জীবনে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

পরিবার হচ্ছে শিশুর প্রথম বিদ্যাপিঠ। নিজ সন্তানকে প্রাতিষ্ঠানিক, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদানের মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে পিতামাতার। ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ, বিশ্বস্ততা, ক্ষমা, সদ্‌গুণাবলী শিক্ষালাভের জন্য বাড়িই হচ্ছে উপযুক্ত স্থান। মা-বাবার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে শিশুদের সামনে ভাল আদর্শ তুলে ধরা। অনেক পিতামাতাই অফিস থেকে সোজা চলে আসেন গির্জায়, যেন খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে পারেন। ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে সন্তানের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃপা আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ যাচ্না করেন। পিতামাতার বিশ্বাসের জীবন দ্বারা সন্তানের বিশ্বাসের জীবনও প্রভাবিত হয়ে থাকে। কারণ পিতামাতার ভক্তি বিশ্বাসের ভিত্তি যদি সুদৃঢ় ও মজবুত হয়, তাহলে সন্তানদের বিশ্বাসের ভিত্তি ও মজবুত ও দৃঢ় হবে।

উপাসনা হচ্ছে খ্রিস্টীয় জীবনের প্রাণকেন্দ্র। শিশুকাল থেকে সন্তানকে গির্জায় নিয়ে আসলে, শিশুর বিশ্বাসের গঠন গভীর ও অটল হয়। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় বলা হয়েছে, "সেবক, পাঠক, ভাষ্যকার ও গানের দলের সদস্যরাও সত্যিকার উপাসনা-কার্য সম্পাদন করেন। মণ্ডলী যখন প্রার্থনা করে বা গান করে বা কাজ করে তখনও অংশগ্রহণকারীদের বিশ্বাস পুষ্টি লাভ করে এবং তাদের মন ঈশ্বরের প্রতি উত্তোলিত হয় যাতে তারা তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁকে নিবেদন করতে পারেন এবং তাঁর কৃপা আরো প্রচুর পরিমাণে লাভ করতে পারেন।" খ্রিস্টযাগে যোগদান করে, শিশুরা মনের মধ্যে খ্রিস্টবিশ্বাস গভীর করতে, তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাকে আপনি যে ভাবে গড়বেন, আপনার সন্তান সে ভাবেই বড় হবে। তাই আসুন শিশুদের গির্জায় নিয়ে আসি। তাদের সামনে আদর্শ তুলে ধরি। যিশু শিশুদের স্বর্গ দূতদের সাথে তুলনা করে বলেন, "দেখো, তোমরা এই এমন ছোটদের কাউকে যেন অবজ্ঞা ক'রো না কখনো; কারণ আমি তোমাদের বলেই রাখছি, এদের পালকদূতেরা স্বর্গলোকে আমার স্বর্গনিবাসী পিতার শ্রীমুখ যে সর্বদাই দর্শন করে থাকেন *(মথি ১৮:১০)*।"

- সনি রোজারিও
তেজগাঁও, ঢাকা।

ফাদার বাপ্পী ক্রুশ

সাধারণ কালের ৩১তম রবিবার

১ম পাঠ : মালাখি ১:১৪-২:২,৮-১০,
২য় পাঠ : ১ থেসা ২:৭খ-৯, ১৩
মঙ্গলসমাচার : মথি ২৩:১-১২২ পদ

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, প্রথম পাঠে প্রবক্তা মালাখি পুরোহিত সম্প্রদায়কে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সুন্দর ও যথাযথভাবে পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা যাজকদের জীবন যাত্রা তেমন ভাল ছিল না। তাই প্রবক্তা মালাখি তাদের প্রতি তিরস্কার বাণী উচারণ করেছেন। ধর্মভ্রষ্ট যাজকদের তিনি সতর্ক করে বলেন যেন তারা প্রভুর সরল ও ন্যায়সঙ্গত পথে বিচরণ করেন। যাতে করে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অমান্য না করেন বরং লোকদের ঈশ্বরের প্রতি আরো মনোযোগী হতে তারা সাহায্য করেন।

দ্বিতীয় পাঠে সাধু পৌল আমাদের স্মরণ করিয়ে বাণীপ্রচারকদের সমন্ধে বলেন, যিনি একজন বাণী প্রচারক তাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে খ্রিস্টমণ্ডলীর কল্যাণে। জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও চাহিদা পূরণের জন্য সর্বদা সজাগ থাকতে হবে, তাদের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যেতে হবে। নানা প্রতিকূলতার মাঝে তাকে অদম্য উৎসাহ নিয়ে এবং জনগণের অকপট ভালোবাসা নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। অপরদিকে ধর্মীয় কাজের জন্য যারা আহূত তাদের হতে হবে সরল মনের মানুষ, তাদের কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকতে হবে।

আজকের মঙ্গলসমাচারে প্রভু যিশু ভন্ড ও অহংকারীদের কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। যা শুনে হয়তো কেউ কেউ আশ্চর্য হতে পারে। যিনি আমাদের কাছে শত্রুকে ভালোবাসার আহ্বান জানিয়ে গেছেন তিনি কি-না আজ শাস্ত্রী ও ফরিসীদের সঙ্গে শত্রুতা করেই এই সব কথা বলছেন। যিশুর এই সমালোচনার কারণ ছিল ধর্মশিক্ষক ও ফরিসীদের জীবন ছিল অসঙ্গত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের ভিতরের জীবন ও বাহিরের জীবন ছিল ভণ্ডামী ও কুটিলতায় পরিপূর্ণ। তারা নিজেদের অনেক বড় মনে করতো। এই অহংকারের মূলে ছিল তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের বিশেষ দক্ষতা। যিশু বুঝেছিলেন এবার তাদের ওই মেকী ধর্মিষ্ঠতার মুখোশ খুলে দেওয়ার সময় এসে গেছে। যারা ধর্মপ্রাণ মানুষ বা সত্য সন্ধানী ধর্মপ্রাণ মানুষ তাদের সামনে ধর্মশিক্ষক ও ফরিসীদের আসল চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন করতে হবে। তারা অপরের উপর ধর্মীয় নিয়ম-কানুন চাপিয়ে দিত অথচ নিজেরা তা পালন করতো না। যিশু তার শিষ্যদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন ইহুদীরা কখনো কখনো বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ধর্মগুরুদের পিতা বলেই সম্বোধন করত। আসলে যিশু চাননি যে মণ্ডলীর কোন দায়িত্ব পদে নিয়োজিত শিষ্যদের মনে সামাজিক মান সম্মান বা প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতি কিংবা বিশেষ সম্মানের প্রতি আসক্তি থাকুক। মণ্ডলীতে দায়িত্ব মানে নম্র সেবার দায়িত্ব। অপরের কাছ থেকে স্বীকৃতি ও প্রশংসা লাভের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকা নয়। খ্রিস্টা নেতৃত্বের চাবিকাঠি বাঁকানো হাঁটু, ভেজা চোখ এবং একটি প্রেমময় হৃদয়-এর মধ্যে রয়েছে। কারণ নেতৃত্ব এতটা সুবিধা বা সম্মান নয়, আসলে এটা একটি দায়িত্ব।

আমরাও যারা ধর্মপল্লীতে এবং সমাজে নেতৃত্বের ও বিশেষ ভূমিকায় রয়েছি তারা অনেক সময় লোকদেখানো ধর্ম-কর্ম ও কাজ করে থাকি। এর মধ্যদিয়ে আমরাও চাই লোকেরা যেন আমাদের প্রশংসা করে আমাদের গুণগান করে। কিন্তু চিন্তা করে দেখি আমাদের ভিতরের জীবন ও বাহিরের জীবনের মধ্যে কতটুকু সামঞ্জস্য রয়েছে? যা প্রচার করি তা নিজের জীবনে কি পালন করতে পারি? যে কাজ করি তাতে কি জনগণের মঙ্গল বয়ে আনে? বর্তমান যুগে দেখা যায় আমাদের ধন সম্পদ ও মান-সম্মান যখন বৃদ্ধি পায় তখন আমরাও বেশি অহংকারী হয়ে পড়ি, আমরা নিজেরা যা না তার চেয়ে অনেক বড় ভাবি ও দেখাতে চাই। সমাজে যারা দরিদ্র, অবহেলিত, নিঃষ্পেষিত তাদের আমরা ছোট মনে করি, ঘৃণা করি, দূরে রাখি, সুযোগ পেলে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করি। আমরা চাই তারা যেন আমাদের সর্বদা সমীহ করে চলে। আর যদি তা না করে তাহলে তাদের নামে নানা রকম খারাপ কথা প্রচার করি, এমন কি অপমান করতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। অথচ আমরা অতি সহজেই ভুলে যাই আমার যা কিছু আজ হয়েছে বা আছে তা তো সব ঈশ্বরেরই দান।

ধর্মশিক্ষক ও ফরিসীরা যা প্রচার করে তা পালন করতো না। তবুও যিশু উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেছেন তারা যেন ঈশ্বরের বাণী কখনও অবহেলা না করে; সে যেই বলুক না কেন, আমরা যাতে ঈশ্বরের বাণী শুনি ও তা পালন করি। যা সত্য, যা সুন্দর তা যেন সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করি। যেমন মৌমাছিরা নর্দমা থেকেও মধু আহরণ করে থাকে। ঠিক যিশু আজ আমাদের একই কথা বলছেন আমরাযেন ঈশ্বরের বানীকে কখনো অবহেলা না করি, অবিশ্বাসী হয়ে না পড়ি বরং আসুন, বিশ্বাস ভরা অন্তরে যিশুর বাণীকে গ্রহণ করে সঠিক ও সত্য সুন্দর জীবন পথে চলতে চেষ্টা করি॥

বড়দিন সংখ্যা ২০২৩ এর জন্য লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিন সংখ্যা ২০২৩" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন পরিসরে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২৩ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, স্বাস্থ্য সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গণ) পাঠিয়ে দিন আগামি ১৫ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।
২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।
৩. লেখা কম্পোজ করে, Sutonny MJ ফন্টে এবং MS Word 97-2003 Document-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তা ছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।
৫. লেখা মান সম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার,ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

মৃতেরা অবহেলিত

ফাদার যোসেফ মুরমু

খুব পরিচিত একটি নাম। রেলওয়ে স্টেশন, যেখানে ছিন্নমূল, ভিক্ষুক, বস্ত্রহীন, মানসিক ভারসাম্যহীন, প্রভৃতি মানুষের দেখা মেলে। কারোর ঠিকানা ও জাতি-বংশ, ধর্ম জানা নেই। ওরা নিজেদের পরিচয় জানতে দিতে চায়ও না, জবাবে বলে 'জেনে কি করবেন আপনি', বেশ এটুকু কথাবার্তা। শেষ কথা 'কিছু পয়সা দিয়ে যান, দুদিন না খেয়ে আছি।' দু'টি টাকা দিতে আমরা অনিচ্ছা প্রকাশ করি।

তাদের মধ্যে কেউ রেল লাইনের পাশে,বা ভাঙ্গা বগির নিচে বেওয়ারীশ হয়ে দিনযাপন করে, মৃত্যুর পরেও বেওয়ারীশ লাশ হয়ে পড়ে থাকে। তাদের অভিভাবক পুলিশ, সুস্থ মানুষ দর্শক। পুলিশ মেথরের সহায়তায় মৃতকে অজানাকোন একটি স্থানে মাটি চাপা দেয়, নতুবা সামান্য গর্ত খুড়ে পুতে দেয়। দাফন হয়ে গেল। মানুষটি একদিন পৃথিবীতে জন্মে ছিল পরিবারে, সুস্থ দেহে, বিদায় নিতে হল বেওয়ারীশ লাশ হয়ে, পরিসমাপ্তি হল অজানা স্থানে। কোন মানুষেরই সমাপ্তিকাল জানা নেই। মানুষ নিঃশ্বেষ হয়, চোখের আড়ালে।

স্টেশনের অরক্ষিত পথে হেঁটে যাওয়ার সময় নজরে পড়ে মেথরেরা পুলিশের পাহারায় বেওয়ারীশ লাশ বস্তায় করে ভেনগাড়ীতে নিচ্ছে, নিয়ে যাবে অজানা স্থানে। মনটা কেমন বেদনায় শিউরে উঠে, ভাবি মৃত্যুর পরে কি এ ধরণের মানুষের মূল্য নেই। এটা সত্য, বিত্তশালী পরিবারের কারোর মৃত্যু হলে, বিচিত্র সম্মান দেয়া হয়, কিন্তু ছিন্নমূল, বেওয়ারীশ প্রভৃতি মানুষ নামে আখ্যায়িত তাদের মূল্যই নেই, সম্মান নেই। কতবার দেখি স্টেশনের কোন কোণে মৃত ব্যক্তির লাশ কাপড়ে ঢাকা, মানুষের ভ্রুক্ষেপ নেই, কিছু সচেতন লোক মৃতের শেষগতির জন্য প্রসাশনকে জানিয়ে দিয়ে আসে, কিন্তু সে এগিয়ে না এসে সাইডে চলে যায়, চরম ব্যস্ততায় রয়েছে বলেই এমন আচরণ করে। অথচ তার হাতে দামী ঘড়ি, মোবাইল সেট, দামী আষাক-পোষক, কিন্তু মানবতা শূন্য, মানবতা মৃত। আরো করুণ চিত্র, স্টেশনের কোন খুপরিতে বা পরিত্যক্ত রেল বগির নিচে অর্ধ উলঙ্গ লাশ, লোকেরা অতিউৎসাহে একনজর দেখার জন্যে এগিয়ে যায়। কিন্তু ঐ সভ্যমানব সমাজের আচরণ, সে বেওয়ারিশ মানুষ, বিধায়, এর মালিকেরা হবেন স্টেশনের কর্মকর্তা। সুস্থ সচেতন ব্যক্তি স্টেশন মাস্টারকে জানিয়ে দেয় বা কর্মরত পুলিশকে জানিয়ে দেয়, এরপর তিনিও লাপাত্তা হো-গেয়া। পুলিশের সহায়তায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করে মেথর সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। এরাই হচ্ছেন মৃত ব্যক্তির অন্তিমকালের যোগ্য অভিভাবক। দেখেন লাশ গলিত হোক বা যে প্রকারেরই হোক তারা মানবতাই লাশকে গ্রহণ করে, কর্তাদের নির্দেশে লাশের সৎকার করেন, কিন্তু কোন ধর্মের প্রথা মেনে? জানা নেই।

অনেকবার পরিত্যক্ত স্থানে দেখা মেলে বেওয়ারিশ লাশ, কেউ পরোয়া করে না। লোকজন লাশের দিকে নাক চেপে তাকিয়ে দেখে, কাছে কেউ ধেয়ে আসে না। অবশ্য দু/একজন দেখে আসার চেষ্টা করে, ঐ টুকুই। হ্যাঁ, দু/একজন হৃদয়মান মানুষ, যারা ২০/৫০টাকা নাক বন্ধ করে লাশের পাশে ফেলে ছিট্‌কে পড়ে। এমন দৃশ্যটা কষ্ট দেয়, প্রশ্ন ওঠে কেন আমরা বেওয়ারিশ মৃত্যের প্রতি এত নিষ্ঠুর হই, বিশেষভাবে ছিন্নমূল মানুষের মৃতের প্রতি এত ঘৃণা? কোন ভাবেই জবাব পাওয়া ভার। আমিও তাদের মধ্যে একজন যে, অন্যদের মতই আচরণ করি। বেওয়ারিশ মৃত দেহের দায়িত্ব নেয়া সহজ বিষয় নয়, ইচ্ছে হলেও সমাধি দেয়া সম্ভব না, কারণ পুলিশ প্রসাশন কারোর উপর দায়িত্ব দেয় না। তাই পাবলিক এগুতে সাহস করে না। ঐ পুলিশ কর্তৃপক্ষরাই শেষ ভরসা ও সমাধান।

ঠিক জানা নেই, তারা (মেথরেরা) কি ধর্মের বিধানে মৃতের সমাধি দেয়? মৃত লাশকে সমাজ বা ধর্মের অনুশাসনে সমাহিত দেয়ার নিয়ম থাকলেও,এই ব্যক্তির কপালে ধর্মের প্রথা জোটে না, জোটে গর্ত খুঁড়ে সমাধি বা মাটির চাপা। মানব সমাজে ধর্মের প্রথা থাকলেও, মৃতের ধর্ম জানা থাকে না বলে, অমানবিক সমাপ্তি ঘটে। কাজটি নিষ্ঠুর মনে হলেও সত্য, মানুষটির ভাগ্যে তাই যেন লেখা ছিল, কিন্তু ঈশ্বর এই বিধান কারোর কপালে লেখে দেননি। কিন্তু, মৃত্যের পরমসুখ বা শান্তি বিধাতাই দেন, সেই স্থানটির ব্যাপারে মানুষের হাত নেই, বিধানও নেই, আপত্তিও নেই। তবুও ঈশ্বরের কাছে তার জন্য সুপারিশ রেখে বলা যায়, **"তার অপরাধ সকল মার্জনা করো"** কেউ কি এই মিনতি ঈশ্বরকে জানাই, জানাই না, কারণ সে বেওয়ারিশ, ছিন্নমূল, ভিক্ষুক...। উপরন্ত ঐ ব্যক্তির মৃত্যু তারিখ নেই, সমাধিও নেই,স্মরণ দিবসও নেই। তাই সমাধিতে ফুল, মোমবাতি, আগর বাতি বা গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দেয়া হয় না। অথচ জন্মের পরে স্বজনেরা কত ঘটা করে আদর-যত্নে গ্রহণ করেছিল। এখন পারিবারিক সমস্যার জন্যে ঘরছাড়া, বংশচ্যুত। আজ আশ্রয় নিয়েছে স্টেশনের কোন একটি কোনের খুপরিতে। এ অবস্থায় মৃত্যু হলে কেউ একফোটা অশ্রুজলও ফেলেনা, কঠিন উপহাস।

মৃতের আত্মা জগতের পরিচয়ে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয় না। সকল মানুষকে তিনি সমান অধিকার প্রদান করেছেন,জগতের কোন বিষয়াদি বা নিঃস্বতা তার আবশ্যকতা প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর মৃতের জগতের কোন পরিচয় গ্রহণ করেন না, শুধু মাত্র শুদ্ধিতার ক্রিয়াকে বিচার করে আত্মাকে স্বর্গসুখ কিংবা নরকে স্থায়ী পুনর্বাসন করেন। ঐ যে চত্তরে পড়ে থাকা মানুষটি,যার কেউ নেই, আছে পুলিশ, কিন্তু তার আত্মার হিসাব সবার মতই সমান। ঐ লোকটির কোন হিসাব ঈশ্বর পুলিশ, কিংবা স্টেশন মাস্টার বা কিছু দরদী মানুষের নিকট থেকে জবাব চাইবেন না। খুব মুস্কিল হয় আমাদের মৃত্যুর পরের হিসাবটি। উর্ধ্বে মানুষের হাল যে কি হয়,বলা বড় কঠিন বিষয়।

এই যে বেওয়ারিশ মানুষগুলো পরলোকগত হয়,তাদের জন্য কেউও উপাসনা বা প্রার্থনা করে না, মোমবাতি-ধূপকাঠি জ্বালাই না, কারণ, লোকটির দৃশ্যমান কোন চিহ্ন নেই। ঘুণাক্ষরেও স্মরণেই আসে না যে, ঐ মানুষটি এখানে বা ওখানে সমাধিস্থ হয়েছে,তাই একটি মোমবাতি জ্বলে না কিংবা ২ নভেম্বরে খ্রিস্টযাগে বা প্রার্থনা সভায় ঈশ্বরের কাছে স্বর্গসুখের প্রার্থনা হয় না। যদিও বা বলা হয় সকল মৃতের আত্মার জন্য প্রার্থনা করি। উপরন্ত মোমবাতি জ্বলে না, ধূপের ধোয়াও ওড়ে না। তাই আসুন ঐবেওয়ারিশ মানুষগুলোর জন্য এই দিনে ক্ষুদ্র প্রার্থনা পিতার নিকটে উৎসর্গ করি। এ ধরণের মৃতের জন্য একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আত্মার শান্তি কামনা করি॥

শিশুরাই জপমালা প্রার্থনার উত্তম প্রচারক

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

১। যিশু শিশুদের অনেক ভালোবাসেন

যিশু শিশুদের অনেক ভালোবাসেন, তার প্রমাণ আমরা পবিত্র বাইবেলে পেয়ে থাকি। তিনি বলেন: "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাঁধা দিও না। কারণ এই শিশুদের মত যারা, ঐশ রাজ্য যে তাদেরই" (*মার্ক ১০:১৩*)। তাই যিশু শিশুদের অনেক অনেক ভালোবাসতেন; এমন কি, তাদের পবিত্র সরল জীবনকে স্বর্গে যাবার মানদণ্ড হিসেবে তুলে ধরেছেন।

২। যিশুর মত মা মারীয়াও শিশুদের অনেক ভালোবাসেন

যিশুর মত মা মারীয়াও শিশুদের অনেক ভালোবাসেন, তাদের আদর ও স্নেহ করেন। শিশুরা তাঁর একান্ত প্রিয়। তাই নিজের শিশু সন্তান যিশুকে অনেক আদর দিয়ে, স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে বড় করে তুলেছেন। শিশু-যিশুকে সুশিক্ষায় ও সুন্দর উন্নত মূল্যবোধ দিয়ে গড়ে তুলেছেন আদর্শ এক মহামানব রূপে। তাই তিনি এই শিশুদেরকেই বেছে নিয়েছেন তাঁর সাথে তাঁরই প্রিয় পুত্র যিশুর ঐশবাণী বা স্বর্গরাজ্যের মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে।

৩। জপমালা প্রার্থনা সবচেয়ে সহজ প্রার্থনা

তিনটি প্রার্থনা মুখস্ত জানলেই অতি সহজে জপমালা প্রার্থনা করা যায়। অর্থাৎ, প্রভুর প্রার্থনা, প্রণাম মারীয়া ও ত্রিত্বের জয় - এই 'তিনটি হচ্ছে জপমালা প্রার্থনার মূল প্রার্থনা। একজন অশিক্ষিত বা কম শিক্ষিত লোকও সহজেই এই প্রার্থনা করতে পারে।

জপমালা প্রার্থনা মা মারীয়ার প্রিয় প্রার্থনা; তিনি তা খুব পছন্দ করেন। জপমালা প্রার্থনার সময় মা মারীয়ার সাথে যিশুর জীবন ধ্যান করি। এতে মা মারীয়া আমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি আমাদের সাথে এই প্রার্থনা করতে খুব খুশি হন।

৪। শিশুদের কাছে মা মারীয়ার দর্শন

১) ফাতিমা দর্শন: পর্তুগাল ১৯১৭

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মে থেকে ১৩ অক্টোবর পযর্ন্ত মা মারীয়া পর্তুগালের ফাতিমা নামক পাহাড়ী গ্রামাঞ্চলের তিন মেষপালক কিশোর-কিশোরী লুসি, ফ্রান্সিস ও জসিন্তার কাছে মোট ছয় বার দর্শন দান করেন। এই সময় তিনি তাদেরকে তিনটি বিষয় বলেছেন: (১) প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করতে, (২) পাপীদের মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করতে এবং (৩) তাঁর নির্মল হৃদয়ের কাছে রাশিয়াকে উৎসর্গ করতে যাতে রাশিয়ার মন পরিবর্তন হয়। মা মারীয়া নিজেকে "জপমালার রাণী মারীয়া" রূপে পরিচয় দেন।

২) লূর্দে নির্মলা মারীয়ার দর্শন: লূর্দ, ফ্রান্স ১৮৫৮ খ্রিস্টবর্ষ

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে মা মারীয়া কিশোরী মেয়ে বার্নাডেট সাবুরিউসের কাছে মোট আঠারো বার দর্শন দান করেন। সর্বশেষ দর্শনদানের সময় বিশপের আদেশক্রমে বার্নাডেট মা মারীয়ার কাছে জানতে চাইলে তিনি তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেন এই বলে: "আমি নির্মলা গর্ভধারিণী।" মা মারীয়া বার্নাডেটকে পাপীদের জন্যে প্রার্থনা প্রায়শ্চিত্ত করতে নির্দেশ দেন। সেখানে শুষ্ক পাহাড়ের গুহার যে আশ্চর্য জল সেই সময় থেকে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল, তা আজও প্রবাহিত হয়ে চলছে; এই জল পান করে এবং এই জলে স্নান করার ফলে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে চলেছে।

৩) দরিদ্রদের মাতা মারীয়ার দর্শন: বানু ((Banneux), বেলজিয়াম ১৯৩৩ খ্রিস্টবর্ষ

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি থেকে ২ মার্চ পযর্ন্ত বেলজিয়ামের বানুতে মারিয়েত বেকু নামক কিশোরীর কাছে মা মারীয়া আট বার দর্শন দান করেন। এই মেয়েটি কাথলিক হলেও কোন ধর্মকর্মের চর্চা করতো না। মা মারীয়া তাকে দর্শন দিয়ে দরিদ্র, অসুস্থ ও কষ্টভোগী মানুষের জন্যে প্রার্থনা করতে বলেন।

৪) সিলুভার মা মারীয়ার দর্শন: সিলুভা, লিথুয়ানিয়া ১৬০৮-১৬১২ খ্রিস্টবর্ষ

১৬০৮ থেকে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চার বছর ধরে মা মারীয়া চার কিশোর মেষপালক এবং তাদের পালক পুরোহিতের কাছে বহু বার দর্শন দান করেন। দর্শনের সময় মা মারীয়ার কোলে একটি শিশু এবং তাঁকে ক্রন্দনরত দেখা যেতো, কেননা, ঐ শহরের লোকেরা তাদের কাথলিক ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করেছিল এবং ক্যালভিনপন্থী হয়ে গিয়েছিল আশি বছর ধরে। এই দর্শনের পর তারা সবাই আবার কাথলিক ধর্মবিশ্বাসে ফিরে আসে।

৫) শোকার্ত জননী মারীয়ার দর্শন, কাসটেলপেট্রোসো, ইতালী ১৮৮৮-১৮৯০ খ্রিস্টবর্ষ

২২ মার্চ ১৮৮৮ থেকে জুন ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মা মারীয়া দুই কিশোরী মেষপালিকা, ফাবিয়ানা কেছিনো ও সেরাফিনা জিয়োবানার কাছে বহুবার দর্শন দান করেন। সেইসব দর্শনের সময় মা মারীয়া নীরব ছিলেন; কিন্তু ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে সেখানে একটি আশ্চর্য ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে। সেই জল পান করার ফলে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে।

৬) সুস্বাস্থ্য প্রদায়িণী মা মারীয়ার দর্শন: ভেলাংকান্নি, ১৫৮০-১৬০০ খ্রিস্টবর্ষ

বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষে অতি পরিচিত ভেলাংকান্নিতে মা মারীয়ার দর্শনদানের কাহিনী। ১৫৮০ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মা মারীয়ার দু'টি দর্শনদানের কাহিনী বর্ণিত আছে। একজন তামিল রাখাল ছেলে ও একজন খোঁড়া প্রতিবন্ধী কিশোরের কাছে মা মারীয়া দর্শন দান করেছেন। আজ প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী যান সেখানে তীর্থ করতে এবং বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায়।

৭) গেটস্ওয়াল্ডের মা মারীয়ার দর্শন: গেটস্ওয়াল্ড, পোল্যান্ড ১৮৭৭ খ্রিস্টবর্ষ

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুন থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাষ্টিনা ও বারবারা নামের দুই শিশুর কাছে মা মারীয়া মোট নয়বার দর্শন দান করেন। তিনি তাদেরকে বলেন: "আমার একান্ত ইচ্ছা এই: তোমরা প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করবে।"

৮) ঐশবাণীর মাতার দর্শন: কাবেহো, রুয়ান্ডা ১৯৮১ খ্রিস্টবর্ষ

২৮ নভেম্বর ১৯৮১ থেকে ২৮ নভেম্বর ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছয় জন বোর্ডিং-এর স্কুল ছাত্রী ও একজন মুসলিম নারীর কাছে মা মারীয়া বহুবার দর্শন দান করেছেন। অনেক কথার মধ্যে তিনি বিশেষ ভাবে তাদেরকে বলেন: "তারা (যুবতী মেয়েরা) তাদের দেহকে আনন্দ দানের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে না।---সত্যিকার ভালোবাসা আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে। ভাল কাজ ও প্রার্থনা করার বদলে সময় নষ্ট করো না।"

৫। শিশুরাই জপমালা প্রার্থনার উত্তম প্রচারক

শিশুরাই জপমালা প্রার্থনা করতে বেশি ভালোবাসে। শিশুরাই জপমালা প্রার্থনার উত্তর জোরে জোরে দেয়। জপমালা সম্মেলনে শিশুদের উপস্থিতিই সবচেয়েবেশি লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ধর্মপল্লীর জপমালা সম্মেলনে শিশুরা কখনো ৩০০, ৪০০, ৫০০, এমন কি, তার চেয়ে বেশি উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া, সবচেয়ে বড় সত্যটি হলো এই যে, পারিবারিক জপমালা প্রার্থনায় শিশুরা বেশি উপস্থিত থাকে। ফলে তাদের পবিত্র উপস্থিতি দিয়ে পূর্ণ অংশগ্রহণ দিয়ে শিশুরাই হয়ে ওঠেছে জপমালা প্রার্থনার উত্তম প্রচারক। হে শিশুরা, তোমরা ধন্য। তোমরা যিশুর অতি প্রিয়; তোমরা মা মারীয়ার অতি প্রিয়॥

যা বিনামূল্যে পেয়েছ তা বিনামূল্যেই দাও

সামসন হাঁসদা

দুনিয়ায় কিছু ক্ষণজন্মা মানুষের আবির্ভাব হয় যারা তাদের স্বীয় কর্ম দ্বারা প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন করে রাখে অনেক মানুষকে। এমন মানুষেরা নিজে মোমবাতির মতো আলো দিতে দিতে গলে শেষ হয় তবু তাদের আলো চির জাগ্রত থেকে বিশ্বকে আলোকিত করতে থাকে। এমনই এক ক্ষণজন্মা, প্রবাদপ্রতীম, কিংবদন্তীতুল্য মানুষ ফাদার এমেলিও স্পিনেল্লি, আমার মতো অনেকেরই শৈশবের হিরো; জীবনের পরশপাথর। তিনি আমাদের মাঝে নেই এটা কখনোই মনে হয় না, মেনে নিতে কষ্ট হয়। তিনি আমাদের জীবনে চিরভাস্বর, তাঁর মৃত্যু নেই। দেখতে দেখতে এক বছর অতিক্রান্ত হলো তাঁকে ছাড়া, সময় বুঝি সবই সয়ে দেয়। ১২ আগস্ট, ২০২২ ইতালীর লেক্কোয় ফাদার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি তাঁর জন্ম তারিখ একই মাসে ৫ আগস্ট। আগের দিনই বাবা ফোন করেছিল ফাদারের শারীরিক অবস্থার খুব অবনতি হয়েছে, যে কোন মুহূর্তে একটা খারাপ খবর আসতে পারে। তার কয়েকদিন আগেই রোমে অবস্থানরত কয়েকজন ফাদার তাঁকে দেখতে যান। ওনাদের ধারণ করা ভিডিওতে দেখেছি ফাদার অসহায় পড়ে আছেন স্মৃতিভ্রষ্ট, তেমন কাউকে চিনতে পারছেন না তবু বাংলাদেশ থেকে কেউ দেখতে এসেছে শুনেই আনন্দিত হলেন। ফাদারের মৃত্যু-সংবাদ শুনি সন্ধ্যার দিকে, এরপর সারারাত আর ঘুমাতে পারিনি। বেশ কয়েকজন বন্ধুকে কল দিয়েছি তাদেরও একই অবস্থা। একজন যাজক কেন এতো প্রিয় হলো, কেন সাধারণ মানুষের এতো কাছের মানুষ হলো তা আজ বলতে চাই। ফাদারকে নিয়ে কত শত স্মৃতি মানসপটে ভেসে উঠছে আর বোলতার মতো হুল ফুটিয়ে যাচ্ছে বারবার।

ফাদারের সাথে শেষ দেখা হয় ২২ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে। আমাদের শান্তিরাজ খ্রিস্ট ক্যাথলিক ধর্মপল্লী, চাঁদপুকুরে ফাদার বিপ্লব মাইকেল কুজুরের যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠান ছিল সেদিন। এতিম ছেলে ফাদার বিপ্লব মাইকেল কুজুরকে চাঁদপুকুর বোর্ডিং এ নিয়ে আসেন ফাদার এমেলিও স্পিনেল্লি। ছোট থেকেই মানুষ করেছেন কাজেই অনুমেয়ই ছিল এই অনুষ্ঠানে ফাদারের সাথে দেখা হবেই। গির্জা শেষে ফাদার নিজেই আসলেন আমার কাছে, জড়িয়ে ধরলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। যে ফাদারকে সারাজীবন ভয় পেয়েছি তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছেন, কিছুটা হতচকিত হয়েছি। এক অপূর্ব ভালো লাগার আবেশে আপ্লুত হলাম। অনুষ্ঠানে আসা হাজার হাজার মানুষ একবার ফাদারের সাথে দেখা করার জন্য ছুটে আসছে। ফাদার সবারই নাম ধরে সম্বোধন করছেন এবং খোঁজ খবর নিচ্ছেন। চাঁদপুকুর ছাড়ার পর ১৪ বছর পেরিয়ে গেলেও কাউকে ভোলেননি। ভুলবেন কি করে এই চাঁদপুকুরে কাটিয়েছেন দীর্ঘ ২৫ বছর, তিল তিল করে গড়েছেন এই মিশন; প্রতিটি ইট, কাঠ, গাছ, প্রাণী ও মানুষ তাঁর নখদর্পনে। ফাদারকে দেখছি আর অবাক বিস্ময়ে ভাবছি প্রতিটি মানুষের সাথে তাঁর কতোইনা সখ্যতা, প্রাণের বন্ধন। অনেক মেয়েরা ফাদারের কাছে এসে বাপি বাপি বলে কেঁদে উঠছে। সত্যিই দিনটি ভোলার মতো নয়। এরপর ফাদার যখন করোনা আক্রান্ত হলেন এবং কিছুটা সুস্থও হলেন কিন্তু স্বাস্থ্যের বেশ অবনতি হলো

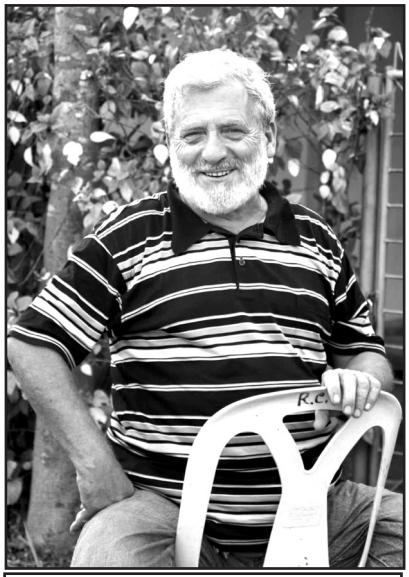

ফাদার এমেলিও স্পিনেল্লি

তখন আমার বন্ধু সন্তোষ সরেন, সহকারী কমিশনার (কাস্টমস্) ফাদারের সাথে দেখা করার জন্য কোদবীর মিশনে যেতে সময় বের করার তাগাদা দিচ্ছিল। আমার ব্যস্ততা আর গোয়ার্তুমির জন্য শেষ দেখা হলোনা। এটা আমাকে কুরে কুরে খায়, আফসোস হয় ভীষণ। অবশ্য এর আগে দুই বন্ধু বেশ কয়েকবার দেখা করতে গেছি ফাদারের সাথে যখন তিনি ভুতাহারা মিশনে ছিলেন।

একবার যখন আমরা দুই বন্ধু ভুতাহারা মিশনে ফাদারের সাথে দেখা করতে যাই তিনি আমাদের ঘুরে ঘুরে মিশন দেখালেন এবং স্কুল ভবনের নিচতলায় সব বোর্ডিং এর ছেলে মেয়েদের ডাকলেন। ছোট একটা অনুষ্ঠান করা হলো, ফাদার খুব গর্ব ভরে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমরা ছেলেমেয়েদের অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করলাম লেখাপড়ায় মনোযোগী হবার জন্য এবং নিজেদের বোর্ডিং জীবনের গল্পও বললাম। ফাদার মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন, হয়ত ভাবছিলেন কিভাবে খুব ছোট থেকেই আমাদের মানুষ করেছেন। বাচ্চাদের মিষ্টি দই খাওয়ালাম আমরা, ফাদার নিজে বিতরণ করলেন। বোর্ডিং এর বাচ্চাদের পরিতৃপ্তিই তাঁর পরিতৃপ্তি, তাদের নিয়ে তাঁর স্বপ্নের অন্ত নেই। একবার ছুটিতে গেলাম আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ফাদারের সাথে দেখা করতে। পরিকল্পনা ছিল দেখা করেই রাজশাহী ফিরে আসবো তাই থাকার মতো প্রস্তুতি নিয়ে যাইনি। দেখা হওয়ার পর ফাদার থেকে যেতে বললেন, ফাদারের হুকুম শিরোধার্য। অনেক গল্প করলেন আমাদের সাথে, দুইদিন রেখে অনেক আপ্যায়নও করলেন। আমার বাচ্চাদের সাথে অনেক কথা বললেন ও খেলায় মেতে থাকলেন, বাচ্চাদের বরাবরই ভীষণ পছন্দ তাঁর। এর আগে বাবার সাথে দুইবার গেছি ভুতাহারায়। প্রথমবার গিয়েছিলাম আমার সরকারি হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরি হওয়ার পর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে। আমি চেয়েছিলাম আমার প্রথম চাকরিতে ফাদারের আশীর্বাদ না নিয়ে যোগ দিবনা। বাবা চাঁদপুকুরের ফুলটাইম ক্যাটেখিস্ট, ফাদারের দীর্ঘ ২০ বছরের সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্মচারী। বাবার সাথে প্রায় সবকিছুই শেয়ার করতেন, খুব আপন মানুষ বাবার। বাবাকে বললেন, এবার তোমার আর চিন্তা নেই ছেলের চাকরি হলো। তিনি এক ওয়াইনের বোতল বের করলেন এবং বাবাকে গ্লাসে ঢেলে দিলেন। এতো আনন্দিত হতে ফাদারকে কখনও দেখিনি। এর পরের বার দেখা করি বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারে নওগাঁ সরকারি কলেজে যোগ দেবার আগে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি বললেন, "তোমার উপর আস্থা ছিল তুমি এমন চাকরিতে যোগ দিবে। হাইস্কুলে থেকে যাও এমন কখনোই চাইনি।" এই হলো ফাদার, একেবারে যেন পরিবারের মানুষ। ঐদিনই দেখলাম এক মহিলা দেখা করতে এসেছেন ফাদারের সাথে। সেই মহিলার অসুস্থ স্বামীর খোঁজ নিলেন ফাদার, নিজে থেকেই বললেন রাজশাহী ডিগাডোবা সিক সেন্টারে পাঠাতে। সমস্ত খরচ তিনিই বহন করবেন। এভাবে মিশনের সব পরিবারই যেন তার পরিবার সবাই তার চেনা জানা।

আমরা যখন প্রাইমারীতে পড়তাম তখন দেখতাম প্রতিদিন সকালে গোটা পঞ্চাশেক বা তারও বেশি মানুষ ফাদারের সাথে দেখা করতে আসতো। সকালের মিসার পর ফাদার নাস্তা করে সাক্ষাৎ প্রত্যাশীদের সাথে দেখা করে তাদের সমস্যার কথা শুনতেন। সকাল ৭ টা থেকে ১০ টার মধ্যে আসলেই কেবল তার দেখা মিলতো, এরপর কিছুতেই কারো সাথে

দেখা করতেন না। হয়তো এভাবেই মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা শেখাতেন। কতজনের কত অভাব কত সমস্যা। ফাদার এক এক করে শুনতেন আর সমাধান করতেন। কারও জটিল অসুখ, কারও বাড়িতে টিনের চালা লাগবে, কারও বাড়ি ভেঙ্গে গেছে বন্যায়, কেউ হয়তো বাচ্চা ভর্তি করবে বোর্ডিং এ, কারও পরিবারে ঝগড়া বিবাদ সবই শুনতেন মনোযোগ দিয়ে। ফাদারের সাথে যারা দেখা করতে আসতো তারা সবাই কিন্তু খ্রিস্টান না বেশিরভাগই মুসলিম, হিন্দু বা অখ্রিস্টান আদিবাসি। ফাদার অকাতরে দান করেছেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে। মুমূর্ষু রোগী হলে তৎক্ষণাৎ মাইক্রোবাস ভাড়া করে রাজশাহী পাঠাতেন চিকিৎসার জন্য। বেশিরভাগ দিনই আমরা দূর থেকে শুনতে পেতাম কাউকে না কাউকে গালাগালি করছেন, খুব দরাজ গলা ছিল তার। একদিন বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম ফাদার মানুষদের সাহায্য করে এটা খুব ভালো লাগে কিন্তু এভাবে কেন গালাগালি করে বিষয়টি মোটেও ভালো লাগেনা। বাবা বললেন, একদিন তুমি অফিসে আমার সাথে বসে থাকবে এবং নিজে শুনবে। আমি তাই করলাম এবং যথারীতি দেখলাম একজন মুসলিম মানুষকে ফাদার গালি দিচ্ছে কারণ সেই মানুষ আগের বার চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে গেছে একবারও ফাদারকে ধন্যবাদ দিতে আসেনি অথচ ফাদার তার চিকিৎসার সব খরচ বহন করেছেন। আবারও অসুস্থ হয়ে রাজশাহী যাওয়ার জন্য আকুতি করছে তাইতো ফাদার বকছেন মানুষটাকে। অকৃতজ্ঞ মানুষকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। বেশিরভাগ মানুষই বিপদে পড়ে ফাদারের কাছে আসতো অথচ সুস্থ হয়ে একবার দেখা করে যেত না তবু এসব মানুষকে ফাদার সাহায্য করেই গেছেন। ফাদারের মন ছিল বড়ই উদার। বাইরের খোলসে ভীষণ শক্ত মানুষ কিন্তু ভেতরে কুসুমের মতো কোমল মন। তিনি কতটা উদার ছিলেন তার একটা উদাহরণ দিই। তিনি প্রতিবছর মিশনের পাশ দিয়ে বয়ে চলা খাড়িতে লক্ষাধিক টাকার মাছ ছাড়তেন। তার মতে এসব মাছ বড় হলে কেউ না কেউ খেতে পাবে তাছাড়া এসব মাছ আমাদের কাছে ফিরেও আসতে পারে। এসব কারণে অনেকেই তাকে "হাতাউড়া" বা পাগলা ফাদার বলে ডাকতো। একবার বড়দিনের আগের রাতে কোন এক দুরবর্তী গ্রামে মিশা দিয়ে অনেক রাতে ফিরছিলেন, মিশনের কাছাকাছি আসতেই একদল ডাকাত তাকে ধরলো। তিনি তাদেরকে বললেন, এখন আমি তোমাদের তেমন কিছুই দিতে পারবোনা তোমরা কাল মিশনে দেখা করো তোমাদের টাকা দিব। পরে শুনেছিলাম ডাকাতদের মোটা অংকের টাকা দিয়েছিলেন এবং ভালো পথে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করেছিলেন। ফাদার আমাদের কাছে ছিল হিরোর মতো। তিনি যে সেন্ডেল পরতেন তা আমাদের কাছে ছিল খুবই স্টাইলিস। তার জুতা, জিন্স প্যান্ট, পোলো শার্ট সবই আমাদের কাছে ছিল লেটেস্ট ফ্যাশনেবল। তিনি এক্সএল হোন্ডা চালাতেন যা এলাকার মধ্যে একেবারেই ছিল ভিন্ন ধরনের। একবার তিনি নজিপুর ফেরিঘাটে কয়েক মিনিট লেটে পৌছালেন। অনেক অনুরোধ করেও যখন ফেরি থামানো হলোনা তখন একটু ব্যাকে গিয়ে হাই স্পিডে হোন্ডা চালিয়ে কিছুটা হোন্ডাকে শূন্যে ভাসিয়েই যেন ফেরিতে উঠলেন। উপস্থিত সবাই এই স্টান্ট দেখে হতভম্ব হয়েছিল। তিনি ভীষণ রাজনীতি সচেতন ছিলেন। স্থানীয় চেয়ারম্যান আনিছুর রহমানের সাথে তার ছিল বিশেষ সখ্যতা। বিপদে আপদে রাতে বিরাতে তিনি ফাদারের একটা কল পেলেই ছুটে আসতেন। একটানা ১৬ বছর নির্বাচনে হারেননি তিনি। একবার পেলেন শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান হিসেবে গোল্ড মেডেল। আমরা সবাই জানতাম নেপথ্য কারিগর ছিলেন ফাদার এমেলিও স্পিনেল্লি। বড়দিন বা পাস্কায় ইউএনও, থানার ওসি বাজেলা প্রশাসক আসতো ফাদারের বিশেষ আমন্ত্রনে। স্থানীয় সংসদ সদস্য বাবলু সরকার মিশনে আসতেন হরহামেশাই। ফাদারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল সাপাহারের মোস্তাক আহমেদ যিনি সাপাহার উন্নয়নের অন্যতম রূপকার ও সাপাহার থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ডাঃ তাহের উদ্দিনের সন্তান। ফাদার জানতেন প্রশাসন ও রাজনীতিবিদদের সাথে সুসম্পর্ক থাকলে আদিবাসীদের কল্যাণে কাজ করতে তার অনেক সুবিধা হবে। সবাইকে তিনি এতোটাই মুগ্ধ করে রেখেছিলেন যে সবাই তাঁর কথা শুনতো।

বোর্ডিং-এ আমরা যারা ছিলাম তার চারভাগের অন্তত তিনভাগই ছিল অখ্রিস্টান আদিবাসি পরিবার থেকে। তিনি কখনো কাউকে খ্রিস্টান হওয়ার জন্য চাপ দেননি। বরং কোন গ্রামের মানুষ যখন খ্রিস্টান হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করতো ফাদার তাদের ৩ বছর অপেক্ষা করতে বলতেন। সেই ৩ বছরে যদি তারা ঠিকমতো গির্জা প্রার্থনা ও যোগাযোগ রক্ষা করতো তবেই দীক্ষার অনুমতি দিতেন। যাইহোক আমাদের বোর্ডিং এর দিনগুলো ছিল খুব রঙিন। কখনো কোন কাজ চাপ মনে হয়নি। প্রতিদিনই ১ ঘন্টা কাজের সময় থাকতো বিকালে স্টাডির পর। ফাদার নিজ হাতে অসংখ্য গাছ লাগিয়েছিলেন। চাঁদপুকুর যেন এক সবুজ বনানী এবং অতিথি পাখিদের অভয়ারণ্য। পাখি নিধন ছিল পুরোপুরি নিষিদ্ধ। ফাদার হ্যান্ড করাত দিয়ে গাছের ডাল কাটতেন আর আমরা ডাল বহন করার জন্য পিছু পিছু যেতাম। প্রতিদিনই ফাদার আমাদের সাথে সব্জি বাগানে বা জমিতে কাজ করতেন। ফাদার সবসময় বলতেন, "বাং কামি বাং দাকা" অর্থাৎ যে কাজ করবে না সে খাবে না। তিনি আমাদের আরেকটি কথা শিখিয়েছিলেন যা পবিত্র বাইবেলের মথি ১০:৮ এ বিধৃত আছে, "যা বিনামূল্যে পেয়েছ তা বিনামূল্যেই দাও"। যারা কাজে বা পড়ায় অলস তাদের খুব বকতেন। ফাদার আমাদের সবাইকে ছোট ছোট প্লট ভাগ করে দিয়েছিলেন নিজের বাগান করার জন্য। আমরা অবসর সময়ে সেসব বাগানে সময় দিতাম। কৃষি কাজের যে কী আনন্দ তখন বুঝতে পেরেছিলাম। যখন মরিচ গাছে ফুল আসতো মনটা ভরে যেতো। পুঁই, বরবটি, গাঁজর, ফুলকপি আরও কতো কিছুই না লাগিয়েছি নিজের বাগানে। এভাবেই দায়িত্ব নিতে শেখাতেন আমাদের। যাদের বাগান তাঁর খুব পছন্দ হতো তাদের পুরস্কৃত করতেন। আমরা ঘুম থেকে ওঠতাম ভোর ৫.৩০ টায় এবং প্রস্তুত হয়ে গির্জায় যেতাম। তখন থেকেই ভোরে ওঠার অভ্যাসটা আমার রয়ে গেছে। গির্জার পর নাস্তা সেরে আমরা স্কুলে যেতাম। আমাদের স্কুল ছিল অনেকটা শান্তিনিকেতন ধাঁচের। বিভিন্ন ক্লাসের বাচ্চারা বিভিন্ন জায়গায় খুব আনন্দ সহকারে স্কুলের পাঠ নিত। প্রতিদিনই আমাদের রুটিনে খেলা থাকতো, আমরা ফুটবল খেলতাম নিয়মিত। খুব ক্রীড়ামোদী ছিলেন ফাদার। বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে খেলার প্রতিযোগিতা হতো। প্রতি বড়দিনে থাকতো ভলিবল খেলার প্রতিযোগিতা। বোর্ডিং এর বাচ্চাদেরও একটা দল থাকতো যেই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন ফাদার। ফাদার বেশিরভাগ পয়েন্ট নিতেন সার্ফ করে, অসাধারণ সার্ফ, আটকানো খুব কঠিন। হয়তো কোন একদিন আমরা কাজ করছি, হঠাৎ চলে এলো বরফওয়ালা। ফাদার সেই বরফওয়ালাকে ডেকে সবগুলো বরফ কিনে নিতেন আর আমাদের বিতরণ করতেন, সেই দিনগুলোর হালকা নারিকেল লাগানো বরফ আজও ভুলতে পারিনা। প্রতিবার দূর্গাপুজা মেলার সময় আমাদের মেলা দেখতে নিয়ে যাওয়া হতো, সাথে থাকতো বোর্ডিং মাস্টার ও সিস্টার। সবাইকেই কিছু না কিছু কিনে দেওয়া হতো, আর জিলাপী সেতো অবধারিতভাবেই থাকতো। বিদেশ থেকে টিনের ছোট ছোট কৌটায় এক ধরনের প্রসেস্ড ফিস আসতো, সেগুলো ফাদার আমাদের ভাগ করে দিতেন। আরও একটা জিনিসের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে তা হলো একধরনের বিশেষ কেক যা ফাদার বানাতেন বিশেষ ধরনের বিস্কুট, দুধ আর আরও হয়তো কোন উপাদান দিয়ে। আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে সেই বিশেষ কেক খেতাম চেঁটেপুটে। প্রতি শনিবার ছিল আমাদের বিশেষ আনন্দের দিন। রাতে খাবার পর রবিবার গির্জার জন্য গান শেখানো হতো। বাংলার পাশাপাশি সান্তাল ও উঁরাও গান শিখতাম আমরা। গান শেখানোর পরই থাকতো আদিবাসি দলগত নৃত্য সান্তাল ও উঁরাও উভয় সংস্কৃতিতেই। ফাদার চাইতেন আমরা যেন সর্বদা নিজেদের সংস্কৃতিকে সম্মান করি, নিজের শেকড় যেন কিছুতেই ভুলে না যাই। বড়দিনের আগের রাতে আমরা সারারাত নেচে গেয়ে পার করতাম। ফাদারসেই রাতে কিছুক্ষণ পরপর বিস্কুট, খুড়মা, মুড়ি এবং চা বিতরণ করতেন। যারা উপস্থিত থাকতো তাদের সবার জন্যই বরাদ্দ থাকতো এসব খাবার। বড়দিনের পর থাকতো গাদয় বা কীর্তন। আমরা অনেক দূর দূরের গ্রামে গিয়ে কীর্তন করতাম। আমরা যে চাল বা ধান পেতাম তা ফাদারকে দিয়ে দিতাম বিনিময়ে বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা করতেন ফাদার। প্রতি

বড়দিনের আগে মিশনের প্রাচীরের দেয়ালে যারা অংকন করতে চায় তাদের জন্য স্থান বরাদ্দ থাকতো। রং তুলিরও ব্যবস্থা করতেন ফাদার। আমি প্রতিবছরই অংকনে অংশ নিতাম, অবশ্য আমার বন্ধু স্বপন সরেন বারবার বেস্ট ছবি অংকন করতো। প্রতি পাস্কা বা পুনরুত্থান পর্বে আমাদের মিশন গ্রামের বড় পুকুর যা মিশনের মালিকানাধীন সেখানে মাছ মারা হতো। গ্রামের প্রতিটি পরিবার ২০ টাকা কেজি দরে সেইদিন মাছ কিনতে পারতো। উদ্দেশ্য ছিল পর্বের দিন সবাই যেন মাছভাত খেতে পারে। বড়দিন ও পাস্কায় বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন থাকতো সব বয়সের মানুষের জন্য। খুবছোট বেলায় মনে আছে এক বিশেষ ধরনের খেলার আয়োজন করেছিলেন ফাদার। জামাইদের চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল আর বউদের হাত ধরে বুঝতে হবে কোনটি তার বউ। খুব মজার খেলা। আরও একটি মজার খেলা ছিল দঁড়ি টানাটানি। বিভিন্ন খেলাধুলার যখন পুরস্কার দিতেন তখনও থাকতো চমক। মহিলাদের পুরস্কার দিতেন লুঙ্গি আর পুরুষদের শাড়ী যেন সবাই নিজের পুরস্কার তার স্বামী বা স্ত্রীকে কিংবা বাবা মাকে দিতে পারে। কিছুদিন পর পরই থাকতো বিচিত্রানুষ্ঠান। যদি কোন নতুন ফাদার, সিস্টার বা কোন গুরুত্বপূর্ণ অতিথি আসতেন তখনই হতো বিচিত্রা। আমরা গান বা কমিক রেডি করে পরিবেশন করতাম। এতে আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়তো অনেক বেশি। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ফাদার ভিসিআরে আমাদের টালিউডের কলকাতার বাংলা সিনেমা দেখাতেন। ছোটবেলায় দেখা কয়েকটি সিনেমা ভীষণ মনে পড়ে- উত্তম কুমারের 'সিস্টার', ভিক্টর ব্যানার্জির 'দেবতা' আর রঞ্জিত মল্লিকের 'অভাগীর স্বর্গ'। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ভীষণভাবে পৃষ্ঠপোশকতা করতেন ফাদার। বিশেষ উপলক্ষ্যে থাকতো মঞ্চ নাটক। আমার বাবা মুলত এসব নাটক পরিচালনা করতেন। বাবার সুবাদেই শিশু শিল্পী হিসেবে এবং পরে বড় হয়েও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ হয়েছে। নাটক দেখতে আসতো অন্তত আট দশ গ্রামের মানুষ। ফাদার নাট্যদলকে পুরস্কৃত করতেন ও তাদের জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করতেন।

ফাদার এমেলিওর অবদান সবচেয়ে বেশি ছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে। ক্লাস ফাইভের রেজাল্ট অনুসারে ক্যাটাগরী করে ক্রমান্বয়ে পাঠানো হতো বনপাড়া, বোর্নী, মথুরাপুর, দিনাজপুর এবং মারিয়ামপুর মিশনে। ক্লাসের ফাস্টবয় হওয়ায় আমি বনপাড়ায় সেন্ট যোসেফস্ হাইস্কুলে পড়ার সুযোগ পাই। আমার জীবনে এই স্কুলে রয়েছে বিশেষ অবদান। আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন পায়খানার টাংকি পরিষ্কার করতে বললে বড়দের প্ররোচনায় আমরা বিদ্রোহ করি এবং সবাই বোর্ডিং ছেড়ে পালিয়ে যাই। ফাদার এমেলিও ভীষণ কষ্ট পান। তিনি নিজে যেখানে এতো কাজ করেন সেখানে তার ছেলেরা কাজের ভয়ে বোডিং থেকে পালাবে তা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। তিনি ঘোষণা দেন আর কাউকেই বনপাড়া পাঠাবেন না। আমি কিছুদিন স্থানীয় এক স্কুলে যাই কিন্তু কিছুতেই এডজাস্ট করতে পারিনা। আমি অন্তত ছয়বার ফাদারের সাথে দেখা করে ক্ষমা চাই কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে রাজি হননি। পরে যেদিন অনান্যদের পাঠানোর দিন ঠিক হলো সেইদিন সকালে আমাকে ডেকে ব্যাগ গোছাতে বললেন। ঐসময় যারা ফাদারের কাছে দেখা করে ক্ষমা চায়নি তাদের আর বনপাড়া যেতে দেওয়া হয়নি। অনেক মেধাবী ছেলে হারিয়ে যায় এই ভুল করার জন্য। বনপাড়ায় ফিরে গিয়ে নতুন উদ্যাম পড়া শুরু করলাম। বনপাড়া থেকে ছুটিতে আসলে আমরা অর্ধেক ছুটি কাটাতাম চাঁদপুকুর মিশনে ফাদারের সাথে বাকী সময়টা নিজের বাসায়। চাঁদপুকুর মিশন ছিল আমাদের সেকেন্ড হোম। এসএসসিতে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হলাম, ফাদার বাবাকে বললেন সবাইকে মিষ্টি বিতরণ করতে। এরপর আমি চলে যাই অবলেট সেমিনারীতে আসাদ গেটে। এক বছরের ইংরেজি কোর্সে আমি প্রথম হই। ফাদার মাঝে মাঝে জুনিয়রেটে আসতেন কারণ আসাদ গেটেই ছিল পিমে হাউজ। ফাদার আমাকে রিডার্স ডাইজেস্ট থেকে কোন এক আর্টিকেল পড়ে শোনাতে বলতেন এবং আমার সাথে ইংরেজিতে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করতেন কেমন ইংরেজি শিখছি। পরবর্তীতে নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করে আমি সেমিনারী ত্যাগ করি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়ে ভর্তি পরীক্ষা দিই। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধা তালিকায় অবস্থানের পর ফাদারের সাথে দেখা করতে যাই। ফাদার জিজ্ঞেস করেন আমার সিরিয়াল বিশ হাজার কত হলো। যখন জানালাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ৬০ তম অবস্থান করেছি তখন তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন, আমাকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন। আমার সাফল্যে আমার বাবার পর হয়তো তিনিই সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় পড়া শুরু করলে আমি ধরেই নিয়েছিলাম ফাদার অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করবেন কিন্তু তা আর হলোনা। বাবার সাথে ফাদারের এই নিয়ে কিছুটা মনোমালিন্য হলো। ফাদার হয়তো চেয়েছিলেন আমি যেন চ্যালেঞ্জ নিই, নিজে স্বাবলম্বী হই। আমি কিছুদিনের মধ্যেই এক কোচিং সেন্টারে পার্টটাইম চাকরি নিই এবং কোচিং টিউশন করে অনেক কষ্টে লেখাপড়া চালিয়ে যাই। আমারও একসময় খুব অভিমান হয়েছিল ফাদারের উপর। পরে যৌক্তিকভাবে ভেবেছি ফাদার যদি সারাজীবন আমাকে সাহায্য করে যেতেন তাহলে হয়তো আর দশজনের মতোই আমার জীবন হতো। জীবন সংগ্রামে আমাকে নামিয়ে দিয়ে তিনি বড্ড উপকারই করেছিলেন কারণ আমি জানতাম আমার বাবার বেতন থেকে আমাকে পাঠানোর মতো পাঁচশত টাকাও বের করা সম্ভব ছিলনা। আমাদের পরিবারের জন্য তিনি কতো যে উপকার করেছেন তা বলে শেষ করতে পারবো না। এজন্যই চাকুরি পেয়ে তার আশীর্বাদ নিতে যাই ফাদারের কাছে। আমি বিশ্বাস করতাম ফাদারের আশীর্বাদ পেলে আমি যেখানে চেষ্টা করবো সেখানেই সফল হবো। ফাদার আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন এবং আমার উপর আস্থা রাখতেন। আমি অবশ্য আজীবন তাঁকে ভয় পেয়েছি, অবশ্য শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় বললেই হয়তো ভালো হয়। পরবর্তী সময়ের গল্পতো আগেই করেছি। আমার বিশ্বাস সেই সময়ের প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ গল্প বলে তাহলে তাদের গল্পের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে থাকবেন ফাদার এমেলিও স্পিনেল্লি। ফাদার বিদেশ বিভুঁইয়ের কেউ ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমাদের একান্ত আপন জন, আমাদের অভিভাবক॥

কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত: ১৯৮৭, রেজিঃ নং - ৮১৪/২০০৫,
৩৭৭, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।

সূত্রঃ কে.সি.সি.সি.ইউ.এল./২০২৩-২৪/০১০ **তারিখ: ২৭ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ**

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সম্মানিত সকল সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ২৪ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০:৩০ মিনিট হতে দুপুর ২:৩০মিনিট** পর্যন্ত সেন্ট লরেন্স চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৩৭৭, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা-১২০৬, কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্যদের যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

রিচার্ড ভিনসেন্ট গমেজ
সভাপতি
কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রোনাল্ড সনি গমেজ
সম্পাদক
কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

ক) দয়া করে বার্ষিক প্রতিবেদন বইটি সঙ্গে নিয়ে আসবেন।
খ) সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে কোরাম পূর্তিতে যারা নাম রেজিষ্টেশন করবেন কেবলমাত্র তাদের নামই কোরাম পূর্তি লটারিতে অন্তর্ভূক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারিতে আকর্ষণীয় পুরষ্কার প্রদান করা হবে।
গ) সকল সদস্যগণ সশরীরে ১১ঃ০০ টার মধ্যে নিজ নিজ খাদ্য কুপন সংগ্রহ করবেন।

বিজ্ঞ/৩৪৩/২৩

সৃষ্টিকে দাসের প্রভাব থেকে মুক্ত করে এক নতুন আনন্দ নগরী রূপে রূপায়ন করা

সিস্টার মেরী ইউজিনিয়া

আমরা সব ধর্মের মানুষ এমনকি যারা ধর্ম বিশ্বাসী নয়, তারাও স্বর্গ ও মর্ত্যে বিশ্বাসী। কিন্তু এই স্বর্গ মর্ত্যের স্থপতি, রূপকার বা নিয়ন্ত্রণকারী কে, সে সম্পর্কে তেমন ব্যাপারে সচেতন আছি কিনা বা থাকি কিনা তা বলা কঠিন। বর্তমান জগতের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার গতি-বিধি দেখে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। সেই চিন্তা অনুধাবন করেই এই লেখা। আমরা স্বীকার করি যে, ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং জগতের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যা কিছু প্রয়োজন সমস্তই সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির যথার্থতা অবলোকন করে শেষে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর দ্বারা সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ হয়। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বব্যাপী তাঁর উপস্থিতি। তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই সব কিছু ঘটে থাকে। তিনি ইতিহাসের নিয়ন্তা, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি মানুষের অন্তর ও ঘটনা-প্রবাহ পরিচালনা করেন। তিনি চিরঞ্জীব, অনন্তকাল ব্যাপী সর্বত্র বিরাজমান।

সৃষ্টির বিষয়ক শিক্ষা: সর্বযুগের মানুষ নিজেদের কাছে যে মৌলিক প্রশ্নটি রাখে তা হল "আমরা কোথা হতে এসেছি?" আর আমরা কোথায় যাচ্ছি? আমাদের উৎপত্তি কি?" "আমাদের লক্ষ্য কি?" "এ পৃথিবীতে অস্তিত্ব প্রাপ্ত যা কিছু আছে সেগুলো কোথা হতে আসে এবং কোথায় যায়?" সব কিছুর মধ্যে প্রথমত উৎপত্তি এবং দ্বিতীয়ত: থাকে লক্ষ্য সম্পর্কিত প্রশ্ন। এগুলো পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। আমাদের ধর্মের ও কর্মের দিক-নির্দেশনার জন্য এগুলো হচ্ছে মৌলিক প্রশ্ন। কারণ সব মানুষ স্বর্গ এবং মর্তের ইহকাল ও পরকাল বিশ্বাস করি।

ঈশ্বর প্রেম ও মঙ্গলময় এবং এই প্রেম ও মঙ্গলময়তা প্রকাশ ও সহযোগিতা করতেই তিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তাই পবিত্র বাইবেলের সামসঙ্গীত রচয়িতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে বলেন " হে প্রভু, কী মহিমময় তোমার নাম! কী অপরূপ তোমার সৃষ্টি ও কর্মকাহিনী (সামসঙ্গীত ৮)

ঈশ্বর একটি সুশৃঙ্খল ও উত্তম বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন যা ভবিষ্যতে মানুষের সুখের আকর হবে। সমস্ত বস্তু সৃষ্টির পরে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেখেন এবং তিনি বলেন "ভালোই হয়েছে, খুবই ভালো হয়েছে। *(আদিপুস্তক ১:৩১পদ)*।

ঈশ্বর সৃষ্টিকে মানুষের কাছে দানরূপে, উত্তরাধিকারী হিসাবে দান করেছেন; এবং বলেন "তোমরা সৃষ্ট বস্তুর যত্ন নাও, লালন ও পালন কর। তোমাদের মঙ্গলের জন্য তা তোমাদের দিলাম। ফল উৎপাদন কর, বংশ বৃদ্ধি কর। খেয়ে পড়ে সুখে, শান্তিতে ও আনন্দে বেঁচে থাক। যেখানে যার অবস্থান ঠিক সেই স্থানে, সুশৃঙ্খলভাবে মিলেমিশে বাস কর।

তা হলে এবার আমার লেখার দ্বিতীয় পর্যায়ে আসা যাক। জগতের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে উপরের কথাগুলোর সাথে সঙ্গতি বা মিল খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। সারা বিশ্ব জুড়ে একই অসহায় অবস্থা। "পরিবেশ" নিয়ে কত লেখালেখি, সেমিনার, বই পুস্তক, আমাদের পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কতভাবে মানুষকে সচেতন করে যাচ্ছেন। ইতি মধ্যে পরিচ্ছন্নতা, আবর্জনা, বর্জ্য, যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণতি, আরও কত কি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও এ সবের ভয়াবহতা নিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। তথাপি এই সুন্দর দান পৃথিবীকে সুন্দর রাখা এবং এর যত্ন নেওয়া কঠিন ও জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কেন? মানুষ তো ধনে-মানে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে। অথচ লক্ষ্য করলে এবং অন্তর দৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকালে কি ধরণের চিত্র দেখা যায়? মানুষ যেন হতাশায়, নিরাশায় দিশেহারা। কেন এমন অবস্থা? এর জন্য দায়ী কে? ভেবে দেখা দরকার। আমাদের স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, পরার্থপর মানুষ হতে আমাদের বড় বাঁধা ও চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা খুবই জরুরী।

বন উজার, গাছ কাটা, পাহাড় নষ্ট করা, যত্র-তত্র আবর্জনা ফেলা, কার্বণ নিঃস্বরণ, নদী-নালা, সাগরে প্লাস্টিক ও অন্যান্য আবর্জনা ফেলে তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা বন্ধ করে দেয়া, গরীব-দুঃখী ভাইবোনদের পক্ষ না নেয়া, শুধু নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে প্রভাবশালী মানুষ হয়ে জগতে বাস করা কখনোই শুভ কাজের পরিচয় নয় এ সকল মন্দ শক্তির কাজ কোন বিবেকবান ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি তা করতে পারে না। ঈশ্বরের উপস্থিতিতেই জগতের অস্তিত্ব। তিনি সৃষ্ট বস্তুর প্রাণ বায়ু, শ্বাস-প্রশ্বাস। তাঁর দেওয়া প্রাণ বায়ুর দ্বারা সৃষ্টি জীবিত আছে অর্থাৎ বাঁচিয়ে রেখেছেন। তিনি নিজে শক্তি এবং আমাদের জন্য অনবরত শক্তি সঞ্চয় করেন ও জীবন দিয়ে যাচ্ছেন ও সৃষ্টির প্রয়োজন মিটিয়ে যাচ্ছেন। লোক চক্ষুর আড়ালে থেকে সব কিছু নিরীক্ষণ করছেন। কেননা সকল জীবনের উৎস তিনি, সব কিছুর মূলে আছেন তিনি ও সর্বদা থাকবেন তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে। সৃষ্ট বস্তুতে তিনি মগ্ন। এ বিষয়ে কোন ভুল নেই। তাই বিশ্বের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক ঘটনা পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখে ভয় করতে হবে না বরং ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাসী, প্রার্থনাশীল ও বিশ্বস্ত জীবন পথে চলা আবশ্যক। কারণ সৃষ্টিকর্তা সব দেখতে পান। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ। অশেষ তাঁর রাজত্ব। তিনি আমাদের গোপন চিন্তা-ভাবনা সবই জানেন। মানুষই মন্দ কাজের কারিগর, তবে সবায় নয়। এ জগতে অনেক ভাল মানুষও আছেন যারা ঈশ্বরভক্ত, ধর্মভীরু। বর্তমান মানব সভ্যতার যুগে মানব জাতির মনোজগতে যা এমন বদ্ধমূল ধারণা পৌঁছে দিচ্ছে সেগুলো কে বা কারা? সেগুলো হচ্ছে গণ-মাধ্যম, বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। এগুলো খারাপ নয় যা সঠিকভাবে ব্যববহার করতে হয়। এই সব আধুনিক বিষয় যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে নেতিবাচক কর্মফলের ন্যায্য পাওনা, শাস্তি বা বিচার থেকে পাড় পাইয়ে দেবার জোর প্রচেষ্টা রেখে চলছে। তাই, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী যারা, তারা যেন ভুলে না যাই যে সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে সৃষ্টিকর্তা উপস্থিত আছেন এবং সুক্ষ পদ্ধতিতে সবকিছু নিরীক্ষণ করে যাচ্ছেন। মন্দ কর্মের ফল ভোগ করা থেকে কেউ রেহাই পাবে না। আসুন, অন্যায়ের পথ ছেড়ে ন্যায়ের পথে চলি, ন্যায়ের কাজ করি। প্রতিবেশি ভাইবোনদের ভালোবাসি, তাদের যত্ন নেই, সাহায্য করি, অভাবীদের প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দেই। দয়ালু হই যাতে আমরাও ঈশ্বরের দয়া পাওয়া থেকে বঞ্চিত না হই। সৎ জীবন যাপন করি এবং অন্যায়ের পথ বর্জন করি। কেননা এই জগতে আনন্দযজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ রয়েছে সেই

আনন্দ উপভোগ করার অধিকারও তিনি দিয়েছেন। সর্বোপরি, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নানা ধর্মের মানুষ ও নানা বর্ণের মানুষ বসবাস করে। সকলেই যেন নিজ নিজ ধর্মের অনুশাসন ও শিক্ষা মেনে চলে। নিজ নিজ কৃষ্টিগত ঐতিহ্যকে সম্মান দেখায়। মানুষকে যেমন আমরা ভালোবাসি তেমনি প্রকৃতিকেও সম্মান করতে হয়, ভালোবাসতে হয়। কারণ ওদেরও জীবন আছে। প্রকৃতির জীবন রক্ষায় সবায় ঝাঁপিয়ে পড়ি, তাদের কান্না শুনি, তাদের জীবন রক্ষা করি। ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে অধিক দান করেছেন। তাঁর দান অফুরন্ত যা শেষ হবার নয় গীতিকার অতুল প্রসাদের গানে পাই "আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি। যা দিয়েছো তারি অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাও নি। তবু দয়া করে কেবলই দিয়েছো, প্রতিদান কিছু চাওনি।" আসুন আমরা নিজের দেশ এবং প্রকৃতিকে ভালোবাসি। দেশের ধনী গরীব সকলকে প্রতিবেশি সুলভ ভালোবাসি। দেশের কল্যাণে ও উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখি। কোন প্রকার ক্ষতি সাধন না করি বরং যেখানে প্রয়োজন নিজের শ্রম দিয়ে তা মেরামত করি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে দেশমাতাকে সুরক্ষিত রাখি, দেশের সম্পদ বিনষ্ট না করি বরং রক্ষা করি। সৃষ্টির সৌন্দর্য উপভোগ করি। মৃতপ্রায় ও কলুষিত ধরণীকে নতুন সাজে সাজিয়ে তুলি এবং সজীব ও জীবন্ত রাখি। সকলে যদি এক সাথে নিরাময় বা জীবন দানের কাজে আত্মনিয়োগ করে যাই তবেই আমরা সুখ ও আশায় পূর্ণ এবং নতুন (পুণ্য নগরী) অর্থাৎ "আনন্দ নগরী" "নতুন পৃথিবী" গড়ে তুলতে সমর্থ হব॥

তথ্যসূত্র:
১. কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা
২. পবিত্র বাইবেল: "মঙ্গলবার্তা"
৩. The Good Earth, by Emilia

নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ

তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (৩য় তলা),
৯ তেজকুনীপাড়া, ঢাকা- ১২১৫।
রেজিঃ নং- ৩৭/৮৭, ০৭/০১ ১০/০৪, ২০/১৪ ও ১৮/২৩
ফোনঃ ০২-৪৮১১৪৬৮৫, ০১৬৮০-৯৩০৮৭০, ই-মেইল: npcssl.dhk@gmail.com

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

তারিখ ঃ ২৪ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ : শুক্রবার
সময় ঃ সকাল ৯:৩০ মিনিট
স্থান ঃ তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

এতদ্বারা "নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ" এর সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৪/১১/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজঃ শুক্রবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকা, সমিতির ৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজ নিজ পরিচয় পত্র/পাশ বই এবং বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে-

গ্ল্যান নিউটন গোনসালভেস
প্রেসিডেন্ট
নোঃ প্রঃ খ্রীঃ সঃ সঃ লিঃ

জুলিয়েন গোনসালভেস
সেক্রেটারি
নোঃ প্রঃ খ্রীঃ সঃ সঃ লিঃ

বিজ্ঞ/৩৪২/২৩

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

এমসিসিসিইউএল/০৭৫/২০২৩-২০২৪ ০৫ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
(১ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ খ্রিঃ)

এতদ্বারা মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **১** ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ০৯:৩০ মিনিটে সমিতির নিজস্ব অফিস জুবিলী ভবন প্রাঙ্গণে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের **৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত** হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য/ সদস্যাদের যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ,

টারজেন যোসেফ রোজারিও
সেক্রেটারি
এমসিসিসিইউএল

রঞ্জন রবার্ট পেরেরা
চেয়ারম্যান
এমসিসিসিইউএল

বিঃ দ্রঃ সকাল ৮:০১ মিনিট থেকে ০৯:৩০ মিনিটের মধ্যে যে সমস্ত সদস্য/সদস্যা উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন তাদের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে কোরাম পূর্তির বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বিজ্ঞ/৩৪১/২৩

পরিপূর্ণ জীবন

পিটার প্রভঞ্জন কারিকর

জীবনের মানে কি তা আমরা খুব কম জনই ভেবে দেখি। অনেকে চেষ্টা করেও সন্তোষজনক উত্তরের কাছাকাছি পৌঁছতে সক্ষম হই না। কেননা চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টার মধ্যে সঠিক নিশানা অনুপস্থিত থাকে। লক্ষ্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় বিষয়টি নিহিত থাকে না। সাধারণ ভাবে জীবন বলতে হাঁটা চলা, নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম করা, অক্সিজেন গ্রহণ এবং বর্জন, আনন্দ বেদনা প্রকাশ করা, ইত্যাদিকে ধরে নেওয়া যায়। এই ভাবে সার্ভাইভ বা টিকে থাকাকে বুঝালেও এর গভীরতা অন্য জায়গায়।

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? আমরা যতই বিত্তশালী কিংবা জগতের সফল মানুষ হই না কেন এক সময় অনুভব করতে সক্ষম হই যে সব কিছুই কেবল শূন্য এবং মূল্যহীন। এই পরিস্থিতি বা বাস্তবতায় কিভাবে আমাদের জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে পারি? যখন হয়ত তা খুঁজে পাব তখন বুঝা যাবে আমাদের জীবন গভীর অর্থে পূর্ণ। প্রত্যেকের জীবনের একটি প্রকৃত মানে আছে এবং এটার অনুসন্ধান করা আমাদের দরকার। আর যখন নিশ্চিত হতে পারা যাবে তখনই উপলব্ধি করতে শুরু করতে পারব যে, জীবনের মর্মার্থ অনুযায়ী জীবন যাপন করছি কিনা। তাই এখনই আমাদের জীবনের অর্থ আবিষ্কারের কাজে নেমে পড়া দরকার। এ জগতে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক অনেক উপাদান পাওয়া যায়। তাই স্বতঃস্ফূর্ত জীবন ধারনের জন্য কাজ শুরু করা দরকার। তবে সবার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেখা দরকার যে পৃথিবী এবং সংশ্লিষ্ট সব কিছুর পরিকল্পনাকারী কে? আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে অবশ্যই একজন পরিকল্পনাকারী আছেন এবং সকলেই এর অংশ। সেই পরিকল্পনাকারী হলেন আমাদের সহিত ঈশ্বর। তিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান তার সবই সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্ট মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন নিজেদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার। ফলে আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে সম্মান করতে পারি অথবা নিজের মত করে বাঁচতে পারি। এই জন্য লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রায় অধিকাংশ মানুষই অতিমাত্রিক আত্মকেন্দ্রিক, সে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেই চলেছে। এই ভুল সিদ্ধান্তের দণ্ডাদেশ আমাদের পেতেই হবে। ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে অমান্য করার অপরাধে অনন্ত ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ঈশ্বর ছাড়া অনন্ত জীবনে প্রবেশের আর কোন পথই নাই। ঈশ্বর এই রকমটা প্রত্যাশা করেন না। তিনি আমাদের প্রত্যেককে প্রচণ্ড ভালোবাসেন এবং আমাদের সাথে মধুর সম্পর্ক গড়তে চান। এই উদ্দেশে তিনি আমাদের জন্য একটি রাস্তা তৈরী করেছেন। তিনি তাঁর নিজের প্রিয় পুত্রকে এই জগতে পাঠালেন। তিনি নিখুঁত এবং শতভাগ পবিত্র। অভিষিক্ত যিশু আমাদের জন্য ক্রুশে তাঁর নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলেন। আর এভাবেই পরিত্রাণের পথ তৈরী হল। আর আমাদের ভুলের শাস্তি তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। মৃত্যুর তৃতীয় দিন পর মৃত্যু থেকে উঠলেন যা আর কেউ কোন দিন পারেনি, পারবেও না। এভাবে প্রমাণ করে দিলেন যে তিনি মৃত্যুর চেয়েও মহাশক্তিশালী। এখন থেকে সব সময়ের জন্য তিনি স্বর্গে ঈশ্বরের সাথে বাস করছেন। এটাই হল প্রকৃত সত্য। এই সত্যকে গ্রহণ এবং বিশ্বাস করা প্রত্যেকের আবশ্যিক কর্তব্য। এই সত্যকে গ্রহণ করা পরিপূর্ণ জীবনের সবচেয়ে পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এটা সর্বশক্তিমানের আমাদের জন্য একটা অলঙ্ঘনীয় শর্ত। এই শর্ত পূরণ করলেই কেবল আমাদের অবাধ্যতার ক্ষমা আছে এবং ক্ষমার মধ্যদিয়ে অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা আছে। তবে আমাদের খ্রিস্ট যিশুর মধ্যদিয়ে পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী হবার সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। এই জগতের কোন মানুষই হয়তো দাবি করতে কিম্বা বলতে পারে নাই যে সে পরিপূর্ণ হয়েছে। তবে খ্রিস্টে বিশ্বাসীগণের জীবনে সে সুযোগ রয়েছে। যা তিনি তাঁর রক্তের বিনিময়ে রচনা করেছেন।

ওয়ার্ল্ড ভিশন নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এর দর্শন হ'ল শিশুদের পরিপূর্ণ জীবন গঠন। এই দর্শনের আওতায় আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। কর্ম এলাকার শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক পরিচর্যার্থে নানাবিধ সহযোগিতা করা হ'ত। হার্ডওয়ার সাপোর্ট এর পাশাপাশি সফটওয়ার সাপোর্ট যেমন - মোটিভেশন, প্রশিক্ষণ, মানসিক উন্নয়ন এবং আত্মিকভাবে বেড়ে উঠতে সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির জন্য প্রেষণা দিতে চেষ্টা করা হ'ত। এখানে একটা সত্য বিষয় বলতে হয় তা হল গ্রাম বাংলায় একটা প্রবচন প্রচলিত "কাজীর গরু গল্পে আছে বাস্তবে নাই"। উন্নয়নের কথায় কর্তা ব্যক্তিদের যতটা গাল ফুলতো উন্নয়নের পালে হাওয়া তো লাগত না। বাহ্যিক উন্নয়ন কিছুটা প্রত্যক্ষ করা গেলেও আচরণগত পরিবর্তন ও আত্মিক উন্নয়ন অধরাই থেকে যেতো। মোদ্দা কথা জগত নিয়ে যত ব্যস্ততা, দৌঁড়-ঝাঁপ; মানসিক ও আত্মিক উন্নয়নে তার বালাই দেখা যেতো না। তখনও না এখনও না। আমাদেরও না। কর্তা ব্যক্তিদের নয়, সাধারণেরও নয়। কোথায় যেন একটা শূন্যতা থেকেই যেত। যোহন ১০:১০ পদে যিশু বলেন "আমি আসিয়াছি যেন তারা জীবন ও জীবনের উপচয় পায়।" আমাদের জীবনের মূল ভিত্তি হলেন স্বয়ং ঈশ্বর তথা খ্রিস্টযিশু। বিল্ডিং এর ভিত্তিতে যদি খাঁদ থাকে, প্রয়োজনীয় সঠিক উপকরণ না থাকে তবে সেই বিল্ডিং ধ্বসে পড়বে এটা স্বাভাবিক। মানুষের জীবনের ভিত্তির জায়গাতে কি এবং কে থাকবে? শুধু কামনা বাসনার নিমিত্ত শারীরিক চাহিদা পূরণে ব্যতি-ব্যস্ততা এবং জগতের মোহে আচ্ছন্নতা? পরিপূর্ণ জীবনকে কোন ভাবেই জাগতিকতার মধ্যে কিংবা জগতের কোন বিষয়ের সাথে যুক্ত করা যায় না। কিংবা জাগতিক দৃষ্টিতে কিংবা জাগতিক বুদ্ধিমত্তা ও সম্পদের মধ্যে আটকে ফেলতে পারি না। অনেকের আবার পূর্ণ নির্ভরতা বিজ্ঞানে। কিন্তু বিজ্ঞানও ব্যর্থ মানুষের জীবনকে পরিপক্কতা দিতে। জগতের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষের সংখ্যাই বেশি। জগৎ ও জগতের বিষয় নিয়েই যত সোরগোল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই শ্রেণির মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের ব্যাখ্যা হ'তে পারে জগতের সুখ সমৃদ্ধি, সার্থকতা, জগতের শিক্ষার সার্টিফিকেট, সম্মান, উচ্চ পদ, ধনরাশি, শারীরিক সুস্থতা, মানবীয় দর্শন, জ্ঞান-বুদ্ধি ইত্যাদি নির্ভর। যিশুখ্রিস্ট আমাদের প্রকৃত রক্ষক এবং জীবনের আদিকর্তা। তিনি নিজেই বলেছেন "আমি আসিয়াছি যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়।" তাহলে এটা পরিষ্কার যে যিশুই জীবনদ্বার। যারা উত্তম জীবনের নিমিত্ত তার মধ্যদিয়ে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক কেবল মাত্র তারাই পরিত্রাণ পায় এবং প্রাচুর্যময় জীবনের অধিকারী হয়। অর্থাৎ পাপ, মন্দতা, পাপের শাস্তি থেকে মুক্ত হবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই তারা পায়। কেননা অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই। কেবলমাত্র পরিত্রাণ প্রাপ্ত ব্যক্তিই পরিপূর্ণ জীবনের খাঁটি স্বাদ পেতে পারে। ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান ব্যতীত কেউ কখনো পরিপূর্ণ ভাবে গঠন প্রাপ্ত হয় না। যোহন ১৫ঃ৭ এবং রোমীয় ১০ঃ১৭ পদদ্বয়ের অর্থানুসারে ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে আপনার জীবন পূর্ণ করুন। ঈশ্বর আমাদের জীবন থেকে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেবেন। এই কথা বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় না। বরং ঈশ্বর ভক্তগণ বিপদগ্রস্ত হবে তবে তিনি সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করবেন। এই নিশ্চয়তা 'বাক্যে' সম্মৃদ্ধ পরিপক্ক জনের নিমিত্ত।

ইয়োবের জীবনে যতই যাতনা, বঞ্চনা এবং বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটুক না কেন তিনি ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তার হৃদয় প্রেমময় ঈশ্বর থেকে কখনও সরে যায়নি। তাঁর সমস্ত কথা বার্তার মধ্যে বড় চিন্তা ছিল ঈশ্বরকে

নিয়ে। কেননা ইয়োবের হৃদয় ছিল সত্য ঈশ্বর সম্পর্কিত সত্য জ্ঞানে পূর্ণ। কষ্টের মধ্যে থাকলেও আনন্দ করতে পারতেন। তাই ইয়োব হচ্ছেন পরিপূর্ণ এবং পরিপক্ক জীবনের প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ। তিনি সযত্নে প্রকৃত জীবন দাতার অন্বেষণ করেছেন। তাই তো তিনি বলতে পেরেছেন ঈশ্বরের সাথে পরিচিত হও, শান্তি পাইবে। ঈশ্বর প্রজ্ঞাময়, তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে সেই প্রজ্ঞার বহিঃ প্রকাশ। এই জন্য তিনি আরো বলেছেন খ্রিস্টযিশুকে অর্থাৎ বাক্যকে হৃদয় মধ্যে সঞ্চয় করে রাখ। সর্বশক্তিমানের প্রতি ফিরলে তুমি সংগঠিত হবে। অর্থাৎ জীবন সংশোধিত হয়ে পরিপক্কতার দিকে ধাবিত হবে। আমাদের জীবনের মন্দতা এবং অন্যায় দূর হতে থাকবে। সব রকম দুষ্টতা থেকে শূন্য হয়ে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রথম কাজ পরিপূর্ণ জীবনের জন্য। যখন আমি এবং আমরা নিজেদের নত করতে পারি ঈশ্বর তখন আমাদের জীবন থেকে মন্দতার জীবানু উৎপাটন করে দেন। তখন তিনি নিজে সেই জীবনের আনন্দের উৎস হন। আমাদের মনে ঈশ্বরের বাক্যের প্রভাব খুব জোড়ালো এবং পরিষ্কার। তার বাক্যের মধ্যদিয়ে আমাদের মনে দুটি প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। একটি আলো, অন্যটি বুদ্ধি। জগতের শিক্ষা ঈশ্বরের বাক্যের মত এই আলো এবং বুদ্ধি আনয়ন করতে সক্ষম না। আলো যা করতে পারে জগতের কোন কিছুই তা করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আলো নিয়ে বেশ কিছু গীত রচনা করেছেন যার কিছু গান আমরা উপাসনাতে গেয়ে থাকি। আমাদের মনের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাক্য ঠিক তদ্রুপ। আমাদের মনে জীবন্ত বাক্য যে কাজ করে জগতের কোন কিছুই সেইরূপ করতে পারে না। একটা জীবনের ক্ষেত্রে জগতের সাধারণ শিক্ষা প্রয়োজনীয় তবে তাতে পরিপূর্ণ নির্ভর করা যায় না। সেই সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্যে মন না থাকলে সেই জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য। জীবন্ত বাক্য মানুষের কাছে সে সমস্ত বিষয়গুলো প্রকাশ করে থাকে যেগুলো সে কখনও জাগতিক জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে আবিষ্কার করতে পারে না। বাক্যের মধ্যদিয়ে জীবনের একটি সম্পূর্ণ নতুন অর্থ প্রকাশিত হয়ে থাকে। সে আত্মমর্যাদা এবং দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয় যেখানে অহমের কিছু থাকে না। বাক্যের এই আবেদনকে গ্রহণ ও সেই মত জীবন যাপনের চেষ্টাই পরিপূর্ণ জীবন। এই ধরনের জীবনের ইন্ডিকেটরগুলি হলো- সে সহিষ্ণু, মধুর স্বভাব বিশিষ্ট, অন্যের ক্ষতির কারণ হয় না, প্রয়োজনে অন্যের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করে। মাংসিক অভিলাসে সাড়া দেয় না। অনৈতিকতাকে বরদাস্ত করে না। তার ভিতর একটা আত্মিক আকাঙ্ক্ষা বা মনোভাব ক্রিয়াশীল থাকে। সব রকম মন্দতাকে এড়িয়ে চলার অকপট আকাঙ্ক্ষা থাকে। সর্বোপরি খ্রিস্ট যিশুর সাথে একটা স্থায়ী সম্পর্ক রচিত হয়। অন্য মানুষের সাথে সহাবস্থান সুদৃঢ় হয়। সৃষ্টিকর্তার সাথে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছাড়া সার্থক জীবনের স্তরে পৌঁছতে পারা যায় না। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে কোন কিছু করার মানসিকতা আর থাকে না। ঈশ্বরবিহীন থাকা অর্থ আত্মিক মৃত্যুতে থাকা। ঈশ্বর সম্পর্কে একটা নিজস্ব পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি ও খোলা মন তৈরী হয়। ঈশ্বর সব কিছুর চেয়ে সর্বশক্তিমান এই বিশ্বাসে জীবন যাপন করতে সক্ষমতা আসে। স্রষ্টার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ঈশ্বর আমাদের যত্ন এবং তত্ত্বাবধান করেন এই বিশ্বাস কাজ করবে। মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার পরিপূর্ণতা পূরণ করা সম্ভব নয়। কোন মানুষের পক্ষে কোন কিছুর বিনিময়েও পরিপূর্ণতার শীর্ষে পৌঁছানো সম্ভব না। ঈশ্বর তাই মানুষের ভুলগুলি ক্ষমা করে দেন। আমাদের জীবনের সব কিছুর সমাধান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই আত্মিক বিশ্বাস জাগ্রত হয়। ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মা দিয়ে মানুষের সাথে যোগাযোগ করেন এই বিশ্বাসে বলবান থাকেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় জীবন যাপনের প্রবৃদ্ধি আসে। অন্যের প্রতি যত্ন ও সহমর্মিতার বাস্তব বোধ জাগ্রত হয়। বিশ্বাসীগণকে বর্তমান সময়ের জন্য বাঁচতে হবে অর্থাৎ প্রতিটি মুহূর্তের জন্য সজাগ অনুভূতি নিয়ে বাঁচতে হবে। সুস্থ দেহে এবং সুস্থ মনের মানুষ হয়ে জীবন যাপন করতে খ্রিস্টের উপর নির্ভরতায় দৃঢ় অবস্থান করতে হবে। আমাদের জন্য খ্রিস্টযিশুর যে গভীর প্রেম আছে সেই প্রেমের উচ্চতা ও গভীরতা জানার পূর্ণ ইচ্ছা থাকতে হবে এবং এই ভাবে ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশে উন্মুখ থাকা আবশ্যক। খ্রিস্টের স্বভাব ও তাঁর পবিত্রতায় বৃদ্ধি পাবার তীব্র বাসনাকে সদা জাগ্রত রাখা এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসে স্থির থাকতে হবে। প্রতিদিন মোবাইলের মত রিচার্জ হতে হবে। তবেই ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ জীবন-যাপন সম্ভব হয়ে উঠবে।

আমরা যখন ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকি তখন প্রকৃত পক্ষে জীবনের মূল উৎসের সঙ্গে অবস্থান করি। তখন আমাদের জীবন থেকে ফল উৎপন্ন হ'তে থাকে। প্রত্যেকের জীবনে এই ফল আসুক ঈশ্বর তা খুব আগ্রহ সহকারে প্রত্যাশা করেন। যে জীবনে এইরূপ ফল ধরে না সেই জীবনের আত্মিক বৃদ্ধি নাই। অর্থাৎ তার জীবন প্রবাহ থেমে গেছে। খ্রিস্টযিশুর প্রতি ভালোবাসা তখনই সম্ভব হয় যখন অন্য মানুষকে ভালোবাসতে চর্চা করি। খ্রিস্টীয় জীবনে বেঁচে থাকার কতকগুলি শর্ত হ'ল- ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়ে ও চিন্তায় ধারণ করা। খ্রিস্টের সাথে সর্বদা সুসম্পর্ক বজায় রাখা। তাঁর বাক্য পালনের চেষ্টা করা। বাক্যের সাহচর্যে নিজেকে শুচী ও আত্মিক জাগরণের মধ্যে থাকা। নিজের ভিতরের মানুষটাকে জাগ্রত রাখতে বাক্যের ধ্যান এবং প্রার্থনার কসরৎ অবিরত রাখা। মানুষ শব্দটার সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয় মান যুক্ত হুস। অর্থাৎ যার জীবনের একটা মূল্য বা মান আছে অর্থাৎ আত্ম মর্যাদাবোধ এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সুস্থ স্বাভাবিক তাকেই মানুষ বলা যায়। আর এই মানুষটার সমুদয় আচরণ, কথা বার্তা, কাজ কর্ম, আবেগ অনুভূতি, স্নেহ- প্রেম, অন্যের প্রতি সহমর্মিতা, নিজ পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন এবং সৃষ্টি কর্তার প্রতি বিশ্বাস, আনুগত্য, বাধ্যতা সহ টিকে থাকাকে সার্থক জীবন বলা যায়। যে জীবনে পারস্পরিক ভালোবাসার প্রদর্শন আছে, ঈশ্বরের দেওয়া পরিত্রাণ গ্রহণ করেছে, তার প্রতিদিনের জীবন যাপনে স্রষ্টার প্রতি অনুরাগ ও নির্ভরতাসহ শান্তিময় জীবনই পরিপূর্ণ জীবনের চিহ্ন। এই জীবনের উপচয় পরিমিত সত্যের সাথে আনন্দ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ও পরিতৃপ্তিতে, আর ভালোবাসায়।

এ জগতে অনেক মানুষ নানাবিধ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তারা সকলেই পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী ছিলেন তা বলা যায় না। তারা হয়ত এমন কিছু নিদর্শন রেখে গেছেন সেই অবদান বিচারে তারা প্রকৃত সত্যে পরিপূর্ণ জীবন যাপন করেছেন তা বলা যায় না। ঈশ্বরবিহীন বা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও বাধ্যতাপূর্ণ জীবন-যাপন ছাড়া পূর্ণ জীবন গঠন হয় না। অর্থাৎ ঈশ্বরকে যিনি প্রকাশ করেছেন এবং ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনা অনুসারে খ্রিস্ট যিশুকে বিশ্বাস করে তাঁর দেওয়া পরিত্রাণ লাভ করেছেন তিনিই পূর্ণ জীবনের মানুষ। ঐশ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে ভালোবেসে তাঁর বাক্য দিয়ে হৃদয় পূর্ণ করেছেন তিনি তুষ্ট ও পুষ্ট মানুষ। এই মানদণ্ডে মাঝে মাঝে আমরাও নিজেদেরকে মূল্যায়ন করে দেখে নিতে পারি পরিপূর্ণতার কোন পর্যায়ে আছি। ঘাটতি থ াকলে পুষিয়ে নিতে আত্মিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খ্রিস্টের কাছে বার বার আসতে পারি। রোমীয় ১০ঃ৪ পদ বলে " ধার্মিকতার নিমিত্ত, প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে, খ্রিস্টই ব্যবস্থার পরিণাম।" জীবনটা পাল তোলা নৌকার মত, কখনো নিজের গতিতে চলে, আবার কখনো অন্যের ইচ্ছাতে চলে। বিশ্বাসী হিসাবে খ্রিস্টের ইচ্ছাতেই চলতে দোষ কোথায়? যে খ্রিস্টকে প্রয়োজন মনে করে তিনি তাকে তার বোধেরও অধিক সাহায্য করেন। আর যে তা করে না সে আজীবন অন্ধকারেই থেকে যায়। কেননা সে সত্যের অবাধ্য। তার প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ, রোষ, ক্লেশ ও সঙ্কট বর্তিবে। যে সত্যের অনুসন্ধাকারী ও তাতে অনুরাগী তার প্রতি প্রতাপ, সমাদর ও শান্তি বর্তিবে। প্রভু যিশু তোমার গৌরব করি যে, এই প্রবন্ধের ধারণা, এর প্রতিটি তথ্য এবং ভাষা শৈলী তোমার যোগান দেওয়া॥

জুতাজোড়া ও একটি চোর

সাগর কোড়াইয়া

জুতাজোড়া পড়ে বেশ আরাম বোধ করতাম। বড় শখের ছিলো। বহু শো-রুম ঘুরে তবেই কিনেছিলাম। জুতাজোড়া কেনার মহাযজ্ঞও ছিলো চোখে পড়ার মতো। চার বন্ধু মিলে দিনক্ষণ ঠিক করে বেরিয়ে পড়ি। অনেক শো-রুম ঘুরে অবশেষে এক জায়গায় স্থিত হই। হরেক ডিজাইনের সব জুতা-স্যাণ্ডেল সেখানে। সবই পছন্দ হয়। কোনটা ছেড়ে কোনটা কিনি সে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাঁটিয়ে এই জোড়াই কিনে নিলাম।

দাম যদিও একটু বেশি পড়েছে, তাতে অবশ্য কিছু মনে করিনি। পাঁচ সাত বছরে একবারই তো জুতা কিনি; তবে কেন ভালোটা কিনবো না! অন্যরা দেখে তেমনটা পছন্দ করেনি। বলেছিলো, এই দামে তো আরো ভালো পাওয়া যেতো!

পছন্দ বিষয়টা আসলে সম্পূর্ণই আপেক্ষিক। কারো কথায় কর্ণপাত না করে মহানন্দে কিনে নিলাম। ভাবলাম বড়দিনের মার্কেট করা হয়ে গেল। আর কিছুই কিনবো না এবার।

জুতা কেনার পর মাসখানেক ব্যবহার করেছি। তবু নতুনই লাগতো দেখতে। মনে হতো এই বুঝি শো-রুম থেকে কিনে আনলাম। অনেকে জিজ্ঞাসাও করেছে, কবে কিনলেন জুতাজোড়া?

হেসে উত্তর দিতাম, এই তো গতকাল শো-রুম থেকে বের করলাম।

হাসির রহস্যটা অধিকাংশই বুঝতে পারতো না।

শীত আসি আসি ভাব। জুতাজোড়া পায়ে দিয়ে থাকি। বেশ আরাম বোধ হয়। মোটর সাইকেল চালাতে গেলে আরাম আরো বেশি লাগে। কোন বাতাসই জুতা গলে প্রবেশ করতে পারে না। পত্রিকার কাজে ঢাকা যাবো। জুতা জোড়া পড়ে যাবো কিনা সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। অবশেষে পড়েই গেলাম।

বড়দিনের পত্রিকার কাজ আমাকেই দেখতে হয়। সে সময়টা বেশ ব্যস্ততায় কাটে। ঢাকায় পত্রিকার কাজের মান ভালো বিধায় ঢাকাতেই কাজ করানো হয়। পরিচিত প্রেস। কোন সমস্যা হয় না। পত্রিকার কাজ শেষ হবার আগের দিন দুপুরে হাতে অঢেল সময়। পাশের মার্কেটে পরিচিত কাপড়ের একটি দোকান আছে। আগেই বলা ছিলো আমি যাবো। ইচ্ছা পছন্দ হলে কাপড় কিনবো। তারপর দোকানের মালিকের বাসায় দুপুরের দাওয়াত।

দোকানে গেলাম। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দোকান। ছোট হলেও দেখার মতো। দোকানের বাইরে লেখা জুতা বাহিরে রাখুন। প্রথমে খেয়াল করিনি। জুতা পায়ে নিয়েই প্রায় প্রবেশ করে ফেলেছিলাম। কেউ কোন আপত্তি করলো না। দোকানের বাইরে বেরিয়ে এসে জুতাজোড়া খুলে আবার প্রবেশ করলাম।

দোকানের সবার সাথে অনেক দিন পর দেখা। গল্পে মশগুল হয়ে পড়লাম। সময় কেটে গেল এক ঘন্টা। বুঝতেই পারলাম না।

তখন বেলা প্রায় দেড়টা। দোকানের মালিকের বাসা থেকে খাবারের জন্য যেতে বলা হলো। মালিকের সাথে দোকান থেকে বের হলাম। বেরিয়েই আমি 'থ'! আমার জুতা জোড়া নেই। ভাবলাম দোকানের অন্য পাশে হয়তো রেখেছি। অন্য পাশটাও দেখলাম। জুতা নেই। দোকানেরই কেউ হয়তো জুতা ভিতরে এনে রেখেছে ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম। কেউ জুতার হদিস দিতে পারলো না। দোকানের মালিক আর আমি জুতাজোড়া খুঁজলাম, পেলাম না।

চিন্তায় পরে গেলাম! এখন কি পায়ে দিয়ে ফিরে আসবো তাই ভাবছি।

দোকানের মালিক বললো, চলুন সিসি ক্যামেরায় দেখা যাক কে নিয়েছে জুতা!

আগ্রহবশত সিসি ক্যামেরার মনিটরের সামনে বসলাম। অনেক খুঁজাখুজির পর ভিডিও ফুটেজ পাওয়া গেল। তবে অস্পষ্ট। চোরটাকে চেনা বড় মুশকিল। চোরটা যে নেশায় আসক্ত তা অবশ্য স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। ভিডিও ফুটেজে চোরটাকে দোকানের বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তারপর এক সময় জুতা নিয়ে মার্কেটের অন্যপাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছে। চোরের জুতাজোড়া সরানোর কৌশল দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। সিসি ক্যামেরায় যেন ওকে দেখা না যায় সে জন্য ক্যামেরার সামনে না এসে অন্যপাশ থেকে শুধুমাত্র হাত বাড়িয়ে জুতাজোড়া সরিয়ে নেয়। ক্যামেরায় শুধু একটি হাতই দেখা যায়।

এরপর আর কি করা। দোকান থেকে বের হয়ে মালিকের সাথে বাসায় যাই। দুপুরের খাবার খেয়ে ফার্মগেট যাচ্ছি জুতা কিনতে। ফার্মগেটে বেশ কয়েকটি শো-রুম আছে। দেখে শুনে পছন্দ করে কেনা যাবে।

তখনো পর্যন্ত ফার্মগেটে পৌঁছায়নি। একটি লোক সামনে এসে বললো, ভাই একজোড়া জুতা আছে; কিনবেন?

লোকটিকে দেখে নেশাখোর বলে মনে হলো। কেন যেন কৌতূহলবশত জুতা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। লোকটি একটি ব্যাগ থেকে জুতাজোড়াটি বের করলো।

দেখে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। এ তো আমার জুতা। চোরের ভাগ্য খারাপই বলতে হয়। একেবারে মালিকের সামনেই পড়লো। জুতা দেখেই বুঝা যাচ্ছে এইমাত্র কয়েক ঘন্টা আগে কেউ ব্যবহার করেছে। এখনো পর্যন্ত জুতার গায়ে ধুলো জমে আছে। এ যে খাইস্টে চোর তা দেখেই বুঝা যাচ্ছে। জুতার গায়ে জমা ধুলো ঝেড়ে ফেলা। সেটাও করেনি।

কিভাবে বলি এটা আমার জুতা। কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। অগত্যা দাম জিজ্ঞাসা করলাম। লোকটি বললো, ভাই আমি গরীব মানুষ; টাকার দরকার। তা না হলে কি আর জুতা বিক্রি করি। দিয়েন এক হাজার টাকা।

মনে মনে গালি দিলাম, শালা আমার জুতার দাম কি এতই সস্তা?

লোকটিকে বললাম, দূর এই জুতার দাম এক হাজার টাকা হবে না। তিনশত টাকা দিতে পারি।

আমাকে অবাক করে লোকটি দিয়ে দিলো। দেরী না করে তিনশত টাকা বের করে দিলাম। এরপর ফার্মগেট আর গেলাম না। স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল রাস্তার পাশের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে পায়ে জুতা গলিয়ে নিলাম।

রাস্তায় হাঁটছি আর ভাবছি অবশেষে আমার জুতাজোড়া আমাকেই কিনতে হলো!

মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণ, ভয় করে নয়

নোয়েল পনির কস্তা

গানে আছে "মরণকে তুই কারিস না ভয় মরতে হবে সবার।" অর্থাৎ অনেকে আমরা মৃত্যুকে ভয় করি। আমরা কেউই মরতে চাই না। কিন্তু আমরা জানি মানুষ মরণশীল, একদিন না একদিন মানুষ মরবেই। কেউ আজীবন বেঁচে থাকবে না। কেউ হয়তো আজ কেউবা কাল। কিন্তু সবার জীবনে মৃত্যু ঘটবেই। আমরা অনেক মানুষ মৃত্যুকে ভয় পাই। কারা মৃত্যুকে ভয় পায়? আমরা দেখতে পাব যারা মৃত্যুকে ভয় পায় তারা তাদের জীবনে কোনো না কোনো খারাপ কাজ করেছে। যার কারণে তারা মৃত্যুকে ভয় পায়। মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার অন্যতম কারণ হলো খারাপ কর্মের ফলে মৃত্যুর পর নরক বাস। যারা পৃথিবীতে ভালো কাজ করে জীবিত অবস্থায় তারা কোন দিনই মৃত্যুকে ভয় পাবেনা। আমরা জানি স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিস্ট নিজেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। যিশু ঈশ্বরপুত্র হয়ে আমাদের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। প্রভু যিশু মৃত্যুকে ভয় করেননি। বরং তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন ও আমাদের পাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। যিশুর মৃত্যু আমাদের জীবনের একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত। প্রভু যিশুর মৃত্যুর ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত মৃত্যুকে ভয় না করে মৃত্যুকে জয় করা। আমরা যখন কোন খারাপ কাজ করব না তখনই আমাদের জীবন থেকে মৃত্যুর ভয় চলে যাবে।

আমরা যদি জীবিত অবস্থায় ভালো কাজকর্ম করি খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকি, তাহলে আমাদের মৃত্যুর কথা চিন্তা করলে খারাপ লাগবে না বা ভয় করবে না। তাই আমাদের করণীয় হলো জীবন্ত অবস্থায় ভালো কাজ করা ও ঈশ্বরের আদেশ মান্য করা। তাহলে আমাদের জীবন থেকে মৃত্যুর ভয় কেটে যাবে। তবেই আমরা মৃত্যুকে প্রভু যিশুর মতো জয় করতে পারবো। যদি আমরা জীবিত অবস্থায় ভালো কাজের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারি তবে মৃত্যুর পরে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্তকাল সুখে কাটাতে পারবো। আমাদের আর কোনো দুঃশ্চিন্তা থাকবে না। তাই মৃত্যুকে ভয় নয়। আমাদের ভালো কাজের মধ্যদিয়ে মৃত্যুকে ভয় করব না। আমরা ভালো মানুষের মতো আমাদের ভালো কাজের দৃষ্টান্ত রাখব। তখনই আমরা মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণ করতে পারব। আমরা মাত্র তখনই মৃত্যুর ভয় ভুলে মৃত্যুকে গ্রহণ করার জন্য সাদরে প্রস্তুত থাকব এবং অবশ্যই যিশুর ওপরে আমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে। যিশু তো মার্থাকে বলেছিলেন আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস রাখে সে মরলেও জীবিত হবে এবং যে জীবিত আছে এবং আমার ওপর বিশ্বাস করে সে কখনও মরবে না।"

১৮

ক্ষুদীরাম দাস

মাগো, আমার ১৮ হয়নি এখনো; আমি কি
আর বেড়ে উঠবো না?
তার আগেই আমাকে শেষ করে দিবে? কথা
বলছো না কেনো মা?
উত্তর দাও। আমার এখনো তো ১৮ হয়নি।
আমি বড় হতে চাই,
আমার মেধা বিকাশ করতে চাই।
আমি নিশির মতো মরতে চাই না।
১৩ তে নিশি মাকে ছেড়ে গেলো,
বাবাকে ছেড়ে গেলো।
ওরা এটাকে বিয়ে বলেছিলো।
আমি তো জানি মা,
এটা বিয়ে নয়! বাল্যবিয়ে।
সেদিন নিশি কেঁদে কেঁদে বুক
ভাসিয়েছিলো।
বলেছিলো, 'মা, আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো
না।' কিন্তু ওরাই নিশিকে বিদায় দিলো।
বলো মা, এটাকে বিয়ে বলে নাকি?
মাগো, আমার এখনো ১৮ হয়নি।
আমি আরো বড়ো হতে চাই॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

সিনড রিপোর্ট: একটি মণ্ডলী যা সকলকে সম্পৃক্ত করে ও জগতের যন্ত্রণা-ক্ষতের সময়েও নিকটে থাকে

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সিনডের সাধারণ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী কিছু সদস্য

সিনোডালিটি নিয়ে সিনডের ১৬তম সাধারণ অধিবেশনের সমাপনীতে সিনডের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়েছে। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে পরবর্তী দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনকে সামনে রেখে নারী ও খ্রিস্টভক্তজনগণের ভূমিকা, বিশপ, যাজক ও ডিকনদের সেবাকাজ. দীন-দুঃখী ও অভিবাসীদের মর্যাদা, ডিজিটাল মিশন, আন্তঃমাণ্ডলিকতা ও যৌন হয়রানি প্রভৃতি শিরোনামে কিছু চিন্তা ও প্রস্তাবনা রাখা হয়।

নারী ও খ্রিস্ট ভক্তজনগণ, দয়াময় সেবা, সেবা ও মাণ্ডলিক শিক্ষা, শান্তি ও জলবায়ু, গরীব ও অভিবাসী, আন্তঃমাণ্ডলিকতা ও পরিচয়, নতুন ভাষা ও পুর্নবীকরণ কাঠামো, পুরাতন ও নতুন মিশনসমূহ (ডিজিটাল মিশন অর্ন্তভূক্ত), সকলের প্রতি শ্রবণে উন্মুক্ত এবং সকল কিছুকে গভীরভাবে যাচাই করা এমনকি সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়গুলোও শোনার আহ্বান রেখে ২৮ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ১৬তম সাধারণ অধিবেশনের শেষদিনে সিনড রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার অনুমোদিত ও প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বিশ্বজগৎ ও মণ্ডলীর প্রতি নতুন করে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। ভাতিকানে পোপ ৬ষ্ঠ হল ঘরে ৪ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছিল অধিবেশনটি।

৪০ পৃষ্ঠার ডক্যুমেন্ট/নথিটি সাধারণ সমাবেশের ফল; যে সমাবেশ এমনি সময় সংগঠিত হয়েছে যখন নতুন-পুরাতন যুদ্ধ বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এর ফলস্বরূপ অগণিত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রিপোর্ট এ আরো বলা হয়েছে, দরিদ্র-পীড়িত, জোরপূর্বক অভিবাসী, সহিংসতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিধ্বংসী পরিণতি ভোগকারীদের কান্না আমাদের মাঝে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমরা তাদের কান্না শুধুমাত্র মিডিয়ার মধ্যদিয়েই নয়, কিন্তু সমাবেশে উপস্থিত অনেকের কাছ থেকে নির্মম বেদনাদায়ক ঘটনাগুলোর কথা শুনেছি যাদের পরিবারের সদস্যরা ও জনগণ ব্যক্তিগতভাবে তাতে জড়িত ছিল।

সর্বজনীন মণ্ডলী নিজস্ব চেনাশোনার গণ্ডির মধ্যে উপরোক্ত চ্যালেঞ্জসমূহের প্রতিক্রিয়া জানাতে, সাড়া দিতে ও হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করে চলেছে। সংক্ষিপ্তসার রিপোর্টে সবকিছুই একত্রিতভাবে এসেছে; যা একটি প্রস্তাবনা ও তিনটি অংশে বিভক্ত। এই রিপোর্টটি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় অধিবেশনে কাজ করার পথ চিহ্নিত করবে।

সকলের কথা শোনা, তবে শুরুটা হোক যৌন হয়রানির শিকার যারা তাদের কথা শুনে: ঐশ জনগণের কাছে পাঠানো এক পত্রে, সিনড মহাসভা পুননিশ্চিত করে যারা যৌন নির্যাতনের শিকার ও মণ্ডলী কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত তাদের কথা শুনতে ও তাদের সঙ্গ দান করতে মণ্ডলী উন্মুক্ত, যা আমাদের সামনে বিদ্যমান যৌন নির্যাতনের প্ররোচিতকারী কাঠামোগত অবস্থা চিহ্নিত করে এবং যা অনুতাপের বাস্তবধর্মী প্রকাশভঙ্গি দাবি করে।

সিনড ও সিনোডালিটি: সিনোডালিটি হলো প্রথম ধাপ। এটি এমন একটি শব্দ যা সিনডে অংশগ্রহণকারী অনেকেরই কাছে অপরিচিত ছিল। সঙ্গত কারণেই তা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ঐতিহ্যের ধারাকে বিদায়, মণ্ডলীর শ্রেণিবিন্যাস প্রকৃতির অবনতি, ক্ষমতা হ্রাস, অচলতা বা পরিবর্তনের জন্য সাহসের অভাব প্রভৃতি বিভিন্ন বিবেচনা বোধ সৃষ্টি করেছে। তথাপি 'সিনড' ও 'সিনডালিটি' শব্দগুলো এমন যা মণ্ডলীকে হতে বলে মিলন, প্রেরণ ও অংশগ্রহণের সমাজ। তাই এগুলো মণ্ডলীকে বিভিন্নতার ও সকলের সক্রিয় সম্পৃক্ততাকে মূল্য দিয়ে পরিচালিত হতে নির্দেশনা দেয়। যা শুরু হয় ডিকন, যাজক ও বিশপদের সঙ্গে। কেননা তাদের কণ্ঠস্বর ছাড়া একটি সিনোডাল মণ্ডলী হতে পারে না।

মিশন: দলিলটি ব্যাখা করে যে, সিনোডালিটি মিশনের সাথে হাতে হাত রেখে চলে। তাই এটি দরকারী যে, খ্রিস্টীয় সমাজগুলো অন্যান্য ধর্ম, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সাথে সম্প্রীতিতে প্রবেশ করবে। তাই অন্যদিকে তারা স্ব-উল্লেখযোগ্যতা ও আত্ম-সংরক্ষণ এবং পরিচয় হারানোর ভয় পরিত্যাগ করবে। এই নতুন ধরণের পালকীয় ধারায় বিশ্বাসীদের কাছে উপাসনার ভাষা আরো বেশি সহজলভ্য করতে ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যতার মধ্যে আরো মূর্ত করতে অনেকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিচ্ছে।

দরিদ্ররা কেন্দ্রে : রিপোর্টে যথেষ্ট স্থান দরিদ্রদের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে, যে দরিদ্ররা মণ্ডলীর কাছ থেকে ভালোবাসা চায় যা সম্মান, গ্রহণীয়তা ও স্বীকৃতির মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায়। দরিদ্রদের ও যারা প্রান্তিকজন তাদের পক্ষাবলম্বন মণ্ডলীর জন্য সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও দর্শন বিষয়ক ক্যাটাগরির আগে তা ঐশতাত্ত্বিক ক্যাটাগরির। দলিলটি পুণর্ব্যক্ত করে দরিদ্রতা শুধুমাত্র বস্তুগত ভাবে নয়, কিন্তু অভিবাসী, আদিবাসী মানুষ, সহিংসতা ও যৌন নির্যাতনের শিকার (বিশেষভাবে নারী), বর্ণবাদ ও পাচারের শিকার, নেশাগ্রস্ত মানুষ, সংখ্যালঘু, পরিত্যক্ত বয়স্ক ব্যক্তি এবং শোষিত শ্রমিকেরা দরিদ্র বলে বিবেচিত। তাছাড়া ভঙ্গুরদের মধ্যে ভঙ্গুর জন্ম না নেয়া শিশু ও তাদের মায়েরা হলো সেই দরিদ্র ব্যক্তি যাদের সবসময় এডভোকেসী দরকার। সিনড সাধারণ সভা 'নতুন দরিদ্রদের' যা যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদের কারণে বিভিন্ন মহাদেশের কিছু দেশে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পরেছে তাদের কান্না শুনছে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিস্টেমকে ধিক্কার দেয় সিনড অধিবেশন । ***(চলবে)***

- তথ্যসূত্র : *news.va*

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন

বেনেডিক্ট তুষার বিশ্বাস ▯ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর থানার অন্তর্গত রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের নব ঘোষিত ধর্মপল্লী ভূতাহারাতে ১৯-২৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হলো রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস ২০২৩। এ বছর মূলসুর হিসেবে নেওয়া হয়েছে 'মিলনযাত্রায় বাণী প্রচারে যুব সমাজ; আশায় আনন্দিত হও'- এ মূলসুরকে কেন্দ্র করে ছয় দিন ব্যাপী পালিত হলো এই যুব দিবস। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে মোট ২৩০ জন যুবক-যুবতী এবং ফাদার সিস্টার অংশগ্রহণ করেন।

যুব ক্রুশ স্থাপনের মধ্যদিয়ে যুব দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়, ভূতাহারা ধর্মপল্লীর যুবক-যুবতী, ফাদারগণ ও সিস্টারগণ যুব দিবসের ক্রুশ নিয়ে যুব কমিশনের হাতে তুলে দেন, কমিশনের চেয়ারম্যান বিশপ মহোদয় যুব ক্রুশ গ্রহণ করেন, তিনি এই ক্রুশ নিয়ে তুলে যুব কমিশনের যুব সমন্বয়কারী ফাদার নবীন পিউস কস্তার হাতে এবং তিনি এনিমেটর সহ সকলকে নিয়ে যুব ক্রুশ স্থাপন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন, ভিকার জেনারেল ফাদার ফবিয়ান মারান্ডি, ফাদার প্রেমু রোজারিও, যুব সমন্বয়কারী ফাদার নবীন পিউস কস্তা এবং তিন ভিকারিয়া থেকে তিন জন যুবক-যুবতী। এরপরই শুরু হয় ক্রুশের আরাধনা, পরিচালনা করেন কমিশনের এনিমেটরগণ।

রাতে স্বাগতিক ধর্মপল্লী থেকে আগত সকল যুবাদের স্থানীয় কৃষ্টিতে বরণ করে এবং ভূতাহারা ধর্মপল্লীর ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়। এরপর পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

২০ তারিখ সকালে উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ফাবিয়ন মারণ্ডী। খ্রিস্টযাগের পর শুরু হয় যুব র‍্যালী। এই র‍্যালীতে সকলে নিজ নিজ কৃষ্টির পোশাক পরে অংশগ্রহণ করে। র‍্যালী শেষ করে শুরু হয় পতাকা উত্তোলন, লোগো উন্মোচন এবং ফটোফ্রেম এর উদ্বোধন। এ সময় জাতীয় সঙ্গীত এবং যুব সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে ছিল স্টল ও দেয়ালিকা উদ্বোধন, বিভিন্ন ধর্মপল্লীর যুবারা তাদের ধর্মপল্লীর যুব কার্যক্রমের উপর একটি করে দেয়ালিকা তৈরি করে নিয়ে আসে প্রদর্শনীর জন্য এবং তিন ভিকারিয়ার তিনটি স্টলে বিভিন্ন ধরনের খাবার ও পিঠা প্রদর্শনী হয়। স্টল ও দেয়ালিকা কর্নার উদ্বোধন করেন ফাদার নবীন পিউস কস্তা।

সন্ধ্যায় ক্রুশের অর্চনা এবং পাপস্বীকার হয়। রাতে জ্যোতি মুর্মু ও এনিমেটরদের পরিচালনায় বন্ধুত্বের আনন্দ নামক একটি সময় পার করা হয়।

পরদিন সকালে ফাদার সুনীল দানিয়েল রোজারিও সকলের জন্য পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন।

এরপর গ্রাম পরিদর্শনের দিক নির্দেশনা দেন ভূতাহারা ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার লুইস সুশীল পেরেরা। গ্রাম পরিদর্শন শেষ করে মিশনে ফিরে জীবন্ত ক্রুশের পথের মাধ্যম ফুটিয়ে তোলা হয় যিশুর যন্ত্রণা ভোগের কাহিনী। ধর্মপল্লীতে ফিরে এসে অনেকেই তাদের নিজ নিজ গ্রাম পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন।

ফাদার বাবলু কোড়াইয়া বলেন, আমাদের উচিত প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করা, এর সুফল কুফল, মাধ্যম, ব্যবহার ইত্যাদি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে আমার জন্য যেনো অন্য কারো ক্ষতি না হয় ।

বিকেলে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও এই যুব দিবসের সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। সমাপনী খ্রিস্টযাগের পর ক্রুশ হস্তান্তরের মধ্যদিয়ে ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস ২০২৩ এর শুভ সমাপ্তি ঘটে। বিশপ মহোদয় যুব ক্রুশ তুলে দেন প্রভু নিবেদন ধর্মপল্লী সুরশুনিপাড়ার হাতে। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে সুরশুনিপড়া ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হবে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস ২০২৪। রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সমাপ্ত হয় ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস ২০২৩॥

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সম্মিলনী

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ ▯ বিগত ২০ অক্টোবর রোজ শুক্রবার চট্টগ্রামের প্রেসক্লাবে চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশীয় খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কশিনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সম্মিলনী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। মানিক উইলভার ডি'কস্টা ও মাইজভাণ্ডারী একাডেমির সদস্য মোঃ এরফিন রিয়াদের সঞ্চালনায় সম্মিলনী শুরু হয় কোরান তিলাওয়াত, গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠের মধ্যদিয়ে। সম্মিলনীর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: **"বিশ্বাসের অনুশাসনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান"**। অতঃপর আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক এম্ব্রোজ গোমেজ স্বাগত বক্তব্য রাখার পর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বিভাগীয় পরিচালক বোরহান উদ্দীন মোঃ আবু আহ্সান ও শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হল মাইজভাণ্ডারী (ক) ট্রাস্টের সচিব অধ্যাপক এওয়াইএম জাফর। সম্মানিত সচিব আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার বক্তব্য রাখেন। এর পরপরই ভক্তিগীতির পর শুরু হয় মূলসুরের আলোকে চার ধর্মের আলোচকবৃন্দের আলোচনা।

ইসলাম ধর্মের শিক্ষার আলোকে মূলসুরের উপর আলোচনা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক মোহম্মদ জাফর উল্লাহ। তিনি বলেন, এখানে নানা বর্ণ আছে, নানা ভাষা আছে, নানা

ধর্ম-ও আছে। এই সবকিছু স্বীকার করে নিয়ে তার মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা, সাম্য বিধান করা, সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা এবং এইভাবে এক সুশৃংখল সুখী-সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলাই হচ্ছে মহান স্রষ্টার অভিপ্রায়।"

খ্রিস্টধর্মের আলোকে মূলসুরের উপর 'অংশগ্রহণ পদ্ধতিতে' আলোচনা করেন খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক এপিসকপাল কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার প্যাট্রিক গমেজ। পবিত্র মঙ্গলসমাচার ও সাধু পলের পত্র থেকে উক্তি টেনে তিনি বলেন, "যিশুর প্রধান আদেশই হল ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও প্রতিবেশিকে ভালোবাসা। বৌদ্ধ ধর্মের আলোকে মূলসুরের উপর আলোচনা করেন ইউনিভার্সিটি অফ সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, চিটাগাং এর সাবেক উপাচার্য রোগতত্ত্ববিদ ও মেডিকেল শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া।

সনাতন ধর্মের শিক্ষার আলোকে মূলসুরের উপর সুদীর্ঘ আলোচনা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইরেজী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সুকান্ত ভট্টাচার্য্য মহোদয়।

সম্মিলনী অনুষ্ঠানের সমাপনী ও ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন সভাপতি আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি। তিনি উক্ত সম্মেলনে যারা বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

আন্তঃধর্মীয় এই সম্মিলনী অনুষ্ঠানে জাতীয় সংলাপ বিষয়ক জাতীয় প্রশিক্ষণে যোগদানকারী প্রায় ষাটজনসহ বিভিন্ন ধর্মের ২৫০জন অংশগ্রহণ করেন॥

বাণী পাঠক সেবা দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা -২০২৩

জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু ▯ ২৭ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে 'বাণীপাঠক' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাণী পাঠক অনুষ্ঠানে দর্শনশাস্ত্র দ্বিতীয় বর্ষের ১৩ জন ভাই বাণীপাঠক সেবা দায়িত্ব লাভ করেন। সকাল ৬: ৩০ মিনিটে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনার, গির্জার প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে পর্দাপন এবং ক্রুশের চিহ্নের মধ্যদিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগ আরম্ভ হয়। ফাদার পল গমেজ, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর পরিচালক, ফাদার আন্তনী হাঁসদা, শিক্ষা পরিচালক, ফাদার স্ট্যানলী কস্তা, আধ্যাত্মিক পরিচালক, ফাদার ফ্রান্সিস মূর্মু, ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ, ফাদার লেণার্ড রিবেরু, ফাদার আলবিন গমেজ, পালপুরোহিত, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, এবং অন্যান্য খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রার্থনার মূলসুর: "ঐশবাণী ধ্যানে জীবন গঠন"।

বাণীপাঠক অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, ভিকার জেনারেল, ঢাকা মহাধর্ম প্রদেশ। তিনি তার সহভাগিতায় বাণীপাঠকদের উদ্দেশে বলেন, "বাণী পাঠক হলো যাজক হওয়ার জন্য সবেমাত্র একটি ধাপ। তোমরা বাণী পাঠক হওয়ার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করবে, মানুষকে পবিত্র করে তুলবে, তারপর বাণী প্রচার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে। বাণীপ্রচার করা মানে 'যিশুকে প্রচার করা'।

খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার পল গমেজ, ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া'কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং শেষে প্রত্যেক বাণীপাঠককে একটি করে 'পবিত্র বাইবেল' ও সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করা হয়॥

এইচএসসি উত্তর ছাত্র কর্মশালা - ২০২৩

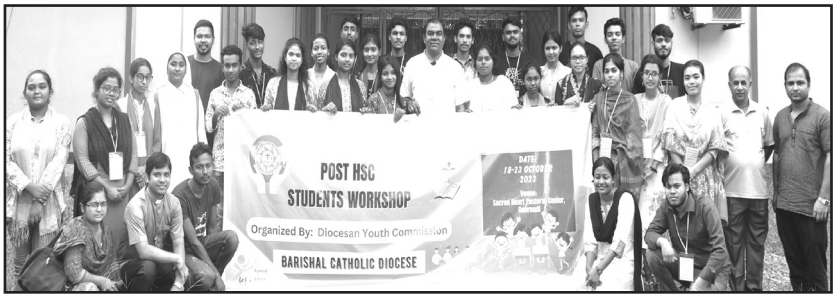

এডওয়ার্ড হালদার ▯ বিগত ১৮-২৩ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের সেক্রেড হার্ট পাস্টরাল সেন্টার, গৌরনদীতে এইচএসসি উত্তর ছাত্র কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এইচএসসি ছাত্র কর্মশালায় উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও। উদ্বোধনী নৃত্যের মধ্যদিয়ে ছাত্র কর্মশালায় অতিথীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ, ফাদার সঞ্চয় গোমেজ, ফাদার লিন্টু রায়, ফাদার রিজন রামিও বাড়ৈ, ফাদার সৈকত বিশ্বাস, সিস্টার মেরী রোজি এসএমআরএ, সিস্টার মিতা এলএইচসি প্রমুখ।

ছাত্র কর্মশালার বিষয় ও রিসোর্স পার্সন ছিলেন, 'যুব জীবনে পবিত্র বাইবেল' - বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও, বিবাহ সাক্রামেন্ত ও মাণ্ডলিক আইন- ফাদার ডেভিড ঘরামী, এইচআইভি এইডস- মিসেস চুমকী গাইন, ক্যারিয়ার গাইডেন্স- সুপ্রিয় হালদার, মটস্ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, নৈতিক অবক্ষয়: মাদক, নিরাময় ও করণীয়- সিস্টার চম্পা রোজারিও, এমপিডিএ। কর্মশালায় আরো ছিল, দেয়ালিকার কাজ, বির্তক প্রতিযোগিতা, সৃজনশীল বিনোদন, খেলা ধুলা, জীবন সহভাগিতা ও রোজারিমালা প্রার্থনা। কাউন্সিলিং এর জন্য ফাদার মিন্টু সামুয়েল বৈরাগী ও ফাদার লিন্টু রায় সার্বক্ষণিক উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও অংশগ্রহণকারীদের সার্টিফিকেট তাদের হাতে তুলে দেন এবং উপহার প্রদান করেন। ছাত্র কর্মশালায় বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে অংশগ্রহণকারী, এনমিটর, ফাদারগণ এবং সিস্টারগণ সহ মোট ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। ৫ দিন ব্যাপী ছাত্র কর্মশালাটি আয়োজন করেন বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের যুব কমিশন॥

রাজশাহীতে এইচএসসি পরীক্ষাত্তোর খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স

লর্ড রোজারিও ▯ গত ৫-৯ অক্টোবর, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো এইচএসসি পরীক্ষাত্তোর খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স। এতে বিভিন্ন ধর্মপল্লী হতে মোট ১৩৩ জন ছাত্র- ছাত্রী ও ১৭ জন এনিমেটর ও ৩ জন ফাদার উপস্থিত ছিলেন।

৫ অক্টোবর উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী এবং সহার্পিত খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন ফাদার নবীন পিউস কস্তা ও ফাদার প্রশান্ত আইন্দ।

সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, যুব সমন্বয়কারী ফাদার নবীন পিউস কস্তা, ফাদার প্রশান্ত আইন্দ। ফাদার নবীন পিউস কস্তা তার স্বাগত বক্তব্যে সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।"

কোর্সে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ফাদারগণ এবং বিভিন্ন রিসোর্স পার্সনরা সেশন পরিচালনা করেন এবং সহভাগিতা করেন। বিশেষভাবে 'পবিত্র বাইবেল: মঙ্গলসমাচার ও শিষ্যচরিত পত্রসমূহ', কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, উপাসনা, 'খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস, কাথলিক মণ্ডলীর আইন ও বিবাহ, 'ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও ফ্রিলান্সিং', 'যুব নৈতিকতা ও চ্যালেঞ্জ' এবং 'সিনোডাল মণ্ডলীঃ মিলন অংশগ্রহণ ও প্রেরণ উক্ত বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন।

কোর্সের সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার প্রেমু টি রোজারিও এবং সহার্পন করেন ফাদার নবীন ও ফাদার প্রশান্ত। ফাদার প্রেমু তার উপদেশে বলেন, "আমাদের প্রথমত আদর্শ মানুষ হতে হবে। তোমাদের নিয়ে সকলের যে স্বপ্ন তা নিয়ে এগিয়ে যাও।"

ফাদার নবীন ও ফাদার প্রশান্ত আইন্দ সকল কিছুর জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পরিশেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান করা হয়॥

মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

নয়ন পালমা ▯ গত ২৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে মোট ৭১ জন ছেলে-মেয়েকে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল জের্ভাস রোজারিও পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন। উক্ত খ্রিস্টযাগে পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার উত্তম রোজারিও, ফাদার বাপ্পী এনরিকো ক্রুশ ও ধর্মপল্লীর ৪ জন সিস্টারসহ মোট ৭৫০ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

হস্তার্পণপ্রার্থী ছেলে-মেয়ে, বিশপ, ফাদার ও সেবকগণ কর্তৃক শোভাযাত্রার মাধ্যমে পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। খ্রিস্টযাগে বাণীপাঠ, সর্বজনীন প্রার্থনা ও উৎসর্গ শোভাযাত্রায় হস্তার্পণপ্রার্থী ছেলে-মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। খ্রিস্টযাগের পর হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণকারীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সিস্টার ঈশিতা পালমা, এসএমআরএ, মিসেস ফিলোমিনা পালমা ও রিজেন্ট নয়ন পালমা বিগত ৮ মাস যাবৎ ধর্মশিক্ষা ক্লাসের মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তোলেন॥

মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে দম্পত্তি সেমিনার

নয়ন পালমা ▯ মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে বিগত ২৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে দম্পত্তি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহিত জীবনে যেসব স্বামী ও স্ত্রী ০১ থেকে ১৫ বছর অতিক্রম করেছেন তাদের নিয়ে এই সেমিনার করা হয়। সর্বমোট ৬৪ জন স্বামী ও স্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধন প্রার্থনা ও নৃত্যের মাধ্যমে সেমিনার শুরু হয়। পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী সর্বপ্রথমে তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে সকলকে স্বাগতম জানান। সেমিনারের মূলসুর "বিবাহ: ভালোবাসা, বিশ্বাস ও পবিত্রতায় জীবন যাপন" সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন গোপালপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার দিপক কস্তা, ওএমআই। এছাড়া বর্তমান পারিবারিক বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ মোকবিলার উপায় সম্পর্কে বেনেডিক্ট মুর্মু উপস্থাপনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ আলোকিত হন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে উক্ত সেমিনারটি সমাপ্ত হয়॥

বেদীসেবকদের নিয়ে শিক্ষা সফর

মথুরাপুর ধর্মপল্লীর মোট ৪৮ জন বেদীসেবক নিয়ে বিগত ২২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে এক শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। বেদীসেবকদের সাথে ছিলেন ফাদার উত্তম রোজারিও, সিস্টার ঈশিতা পালমা এসএমআরএ ও রিজেন্ট নয়ন পালমা। বেদীসেবকগণ পাকশি হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও পদ্মার পার পরিদর্শন করে গোপালপুর ধর্মপল্লীতে গিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ গ্রহণ করেন। এরপর তারা বনপাড়া ধর্মপল্লীতে গিয়ে সেমিনারী, গির্জার ঘর ও ধর্মপল্লী চত্বর পরিদর্শন করেন। বনপাড়া ধর্মপল্লীর ফাদারগণ তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাদের জন্য চা নাস্তার ব্যবস্থা করেন। সবশেষে তারা নিজ ধর্মপল্লীতে ফিরে আসেন॥

পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ

সিস্টার গিদ্দিং মার্সেলিন সিমসাং, সিএসসি ▯ গত ২০ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘের সিস্টার নিলু সুটিং সিএসসি এবং সিস্টার লিনা ম্রং সিএসসি, মণ্ডলী ও পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা, তেজগাঁও-এ ব্রতীয় খ্রিস্টযাগ ও চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সিস্টার নিলু এবং সিস্টার লিনা-এর ব্রতবাণী গ্রহণ করেন সিস্টার মেরী টিয়েরন্যান সিএসসি, সংঘের মন্ত্রণাদাতা। সিস্টার নিলু সিলেট ধর্মপ্রদেশের শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর টমাস পড়ুয়েং ও বিবিয়ানা সুটিং-এর কন্যা এবং সিস্টার লিনা ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের দিগলাকোণা ধর্মপল্লীর মেজনাথ চিসিম ও মিসেস অনিলা ম্রং-এর কন্যা। মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি, অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন। পবিত্র মঙ্গলবাণীর আলোকে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি, সন্ন্যাস জীবনে যিশুর ভালোবাসা উপলব্ধি করা এবং তাঁর সাথে যুক্ত থাকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই মহতী অনুষ্ঠানে ধর্মপ্রদেশীয় ও বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারগণ ও চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টারদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণ উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। ফাদার সুব্রত বি গমেজ, পালপুরোহিত, পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা, তেজগাঁও ও সিস্টার মেরী টিয়েরন্যান খ্রিস্টযাগ শেষে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। সিস্টার ভায়োলেট রড্রিকস্, সিএসসি, এশিয়ার এলাকা সমন্বয়কারী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারপর কীর্তনের মাধ্যমে নেচে গেয়ে চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টারদের গির্জা থেকে বরণ করে নেয়া হয় হলি ক্রস প্রাঙ্গণে। এখানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ প্রীতি ভোজে মিলিত হন। সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টারদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়॥

ঢাকাস্থ ত্রিপুরা সন্ন্যাসব্রতধারী- ব্রতধারিণী ও সেমিনারীয়ানদের মিলনমেলা- ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ফ্রান্সিস সাধুমনি ত্রিপুরা ▯ বিগত ২৭ অক্টাবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে, ঢাকা ক্রেডিট সমবায় সমিতির, বি কে গুড হলরুমে **"ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের যাত্রা" (হাঁলাইমা খেলাইয়ে হিংলাইনা)** - এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে ঢাকাস্থ ত্রিপুরা সন্ন্যাসব্রতধারী-ব্রতধারিণী, নবিস ও সেমিনারীয়ানদের নিয়ে প্রথ মবারের মত মিলমমেলা- অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত মিলনমেলায় ব্রাদার, সিস্টার, নবিস, সেমিনারীয়ান, দুইজন অভিভাবক প্রতিনিধি ও একজন যাজকসহ মোট ৩৭ জন অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সেমিনারীয়ান ফ্রান্সিস সাধুমনি ত্রিপুরা সকলকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানায়। এরপর সকাল ১০:০০ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে সারাদিনব্যাপীর অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের ফাদার লের্নাড কর্ণেলিউস রিবেরু। খ্রিস্টযাগের উপদেশে মঙ্গলসমচারের আলোকে তিনি বললেন - যিশু আদর্শের মূল বৈশিষ্ট্য শুধু বাইরের মানুষটা নয়, ভেতরের মানুষটাকে ধর্মিষ্ঠ করে তোলা। অন্যকে যেন বিচার না করি কেননা একই দোষ বা দুর্বলতা আমার মধ্যেও থাকতে পারে, নিজেদের সৎভাব ফিরিয়ে আনি, পুর্ণমিলন ক্ষমা, প্রেম ও শান্তি নৈবেদ্য উৎসর্গে খ্রীষ্ট হবেন প্রীত। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর পরিচয় পর্বে ফাদার এবং দুইজন অভিভাবক প্রতিনিধি আলেকজ্যান্ডার ত্রিপুরা ও বাদুলা ত্রিপুরাকে ত্রিপুরাদের ঐতিহ্য রিসা পরিয়ে শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়। এরপর মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার লের্নাড কর্ণেলিউস রিবেরু। তিনি বলেন চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশে ৩৫ হাজার খ্রিস্টভক্তের মধ্যে ২২ হাজার ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। তাদের মাঝে বাণীপ্রচার করা ও তাদের পালকীয় সেবাযত্ন নেওয়া স্থানীয় যাজক, সিস্টার ও ব্রাদার ছাড়া কোন বিকল্প নেই। পরে সিস্টার শিখা ত্রিপুরা সিএসসি ও সিস্টার জুরিকা ত্রিপুরা এসএমআরএ তাদের জীবনহ্বান সহভাগিতা করেন। তাদের সহভাগিতার পর আলেকজ্যান্ডার ত্রিপুরা ও বাদুলা ত্রিপুরা পাহাড়ে মানুষের জীবনযাত্রা, আহ্বানের গুরুত্ব ও অভিভাবকদের ভূমিকা বিষয়ে সহভাগিতা করেন। আলেকজ্যান্ডার ত্রিপুরা বলেন পাহাড়ে খ্রিস্টবিশ্বাসের যাত্রা প্রায় ৬৮ বছর হলেও স্থানীয় যাজকের শূন্যতা এখনও রয়ে গেছে। তাই এই শূন্যতা পূরণের জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বাদুলা ত্রিপুরা বলেন আমাদের ত্রিপুরা কৃষ্টি-সংস্কৃতি আজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই একজন যাজক বা সন্ন্যাসব্রতধারী তারাই পারেন নিজ সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে। তাদের সহভাগিতা পর সকলে মিলে মধ্যাহ্নভোজের অংশগ্রহণ করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর দলীয় আলোচনা ও সহভাগিতার করা হয়। এতে পাহাড়ের আহ্বান সংকটে কারণ, আহ্বানের চ্যালেঞ্জসমূহ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে উপস্থাপন করা হয়। দলীয় আলোচনা ও সহভাগিতার পর বিকাল ৩ টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে ফাদার লের্নাড কর্ণেলিউস রিবেরুকে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট

২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

১/২ বছর ও ৬ মাস মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশের অধীনে পরিচালিত কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের আওতায় চলমান বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে ৬ মাস, ১/২ বছর মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেডে আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হবে। এই প্রশিক্ষণগুলো **আগামী ০১ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে শুরু হবে।** এপ্রেক্ষিতে নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীদের জরুরীভিত্তিতে ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা: ক) বয়স: ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৬ হতে ২৫ (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/ বিধবা/ তালাকপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণি হতে এসএসসি পর্যন্ত (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/ বিধবা/ তালাকপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), বয়রা টেকনিক্যাল স্কুলের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য অষ্টম শ্রেণি থেকে এসএসসি পাশ, গ) বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত (নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়), ঘ) পারিবারিক অবস্থা: অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব মহিলা, ঙ) পারিবারিক মাসিক আয় সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা, চ) অগ্রাধিকার: কারিতাস সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য/ আদিবাসী/ উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, প্রতিবন্ধী, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র ছেলেমেয়ে।

২। বাছাই পদ্ধতি: লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হবে।

৩। প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য:

বিবরণ	আরটিএস/ বিটিটিআই/ ভিটিসি প্রজেক্ট	সিবি-এমটিটিপি প্রজেক্ট
যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়	(ক) অটো মেকানিক/ অটোমোবাইল (খ) ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স/ ইলেকট্রিক্যাল (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন (ঘ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশন (ঙ) মেশিনশপ প্রাক্টিস (চ) কনজিউম্যার ইলেকট্রনিক্স (ছ) সুইং মেশিন অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স/ টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং/ টেইলারিং এন্ড গার্মেন্টস মেশিন অপারেশন।	(ক) অটো মেকানিক (খ) টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং
মেয়াদকাল	ছয় মাস/ এক / দুই বছর (সেমিস্টার পদ্ধতি)	ছয় মাস/ তিন মাস
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	(ক) প্রথম সেমিস্টার (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) (খ) দ্বিতীয় সেমিস্টার (ব্যবহারিক ও অন জব ট্রেনিং)	তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক
আবাসন সম্পর্কিত	আবাসিক ব্যবস্থা আছে	আবাসিক ব্যবস্থা নেই।
ভর্তি ফি	সর্বনিম্ন ২০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশি হতে পারে)	২৫০/- টাকা
মাসিক টিউশন ফি	১,০০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশী হতে পারে)	১৭৫/- টাকা।

বিঃদ্রঃ ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেড নারীদের জন্য উন্মুক্ত।

৪। সাধারণ তথ্যাবলী: (ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত জমা দিতে হবে; (খ) ২ কপি সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্রের কপি; (ঙ) আরটিএস/ বিটিটিআই/ভিটিসি এর নিয়মিত কোর্সে (১/২ ও ৬ মাস) ভর্তির সময় অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক শারীরিকভাবে সক্ষম এ মর্মে মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে হবে (বিশেষ করে Blood for Hb%, Urine for R/M/E, RBS and X-Ray Chest P/A) মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে অপারগ হলে ভর্তি ফির সাথে অতিরিক্ত ৩০০/- , ৪০০/- (তিনশত-চারশত) টাকা স্কুলে জমা দিতে হবে; (চ) আরটিএস/বিটিটিআই/ভিটিসি এর ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে ফ্রি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে; (ছ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; (জ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা প্রদান করা হয়; (ঝ) পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

৫। এলাকাভিত্তিক যোগোযোগের ঠিকানা ও মোবাইল ফোন নম্বর:

আরটিএস/ বিটিটিআই/ভিটিসি

অধ্যক্ষ **ফাদার সি. জে. ইয়াং টেকনিক্যাল স্কুল** বাকেরগঞ্জ, বরিশাল মোবাইল: ০১৭৬১৭৩২০০০	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** বানিয়ারচর, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ মোবাইল: ০১৭১৩৩৮৪১০৬/ ০১৭৫৮৬৪৯১৯৯
অধ্যক্ষ **ব্রাদার ফ্লেভিয়ান টেকনিক্যাল স্কুল** শাহমিরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৭১৩৩৮৪১০৩	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** আকনপাড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ মোবাইল: ০১৭১৩৩৮৪১০৭
অধ্যক্ষ **ব্রাদার ডোনাল্ড টেকনিক্যাল স্কুল** কমলাপুর, সাভার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৬২১৯৪৯১৭২	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর মোবাইল: ০১৭১৩৩৮৪১০৮
অধ্যক্ষ **শহীদ ফাদার লুকাশ টেকনিক্যাল স্কুল** দিনাজপুর মোবাইল: ০১৭১৩৩৮৪১০৫	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** ইছবপুর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার মোবাইল: ০১৯৮০০০৮৪৪৩
অধ্যক্ষ **বয়রা টেকনিক্যাল স্কুল** রায়েরমহল, বয়রা, খুলনা মোবাইল: ০১৭১২৯৩১৬৪৩	ইন্‌চার্জ **ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার** ওসমানপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর মোবাইল: ০১৭২৪৩৯২৬৬৪

সিবি-এমটিটিপি

টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস বরিশাল অঞ্চল** সাগরদি, বরিশাল-৮২০০ মোবাইল: ০১৭১৯৯০৯৪৮৬	টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস খুলনা অঞ্চল** রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা-৯১০০ মোবাইল: ০১৭১৮৪০৪৩৮২
এসিসট্যান্ট এমপ্লয়মেন্ট প্রমোশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার **কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল** ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ- ২২০০ মোবাইল: ০১৭১৫৫০১৩৯৬	টেকনিক্যাল অফিসার, **কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল** পোঃ অঃ বক্স.১৯, রাজশাহী-৬০০০ মোবাইল: ০১৭১৬৭৪৯৬৯৪
টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল** পো: অঃ বক্স. ৮, দিনাজপুর- ৫২০০, মোবাইল: ০১৭১২৫৬৭৩৪৪	এসিসট্যান্ট এমপ্লয়মেন্ট প্রমোশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার **কারিতাস সিলেট অঞ্চল** সুরমাগেট, খাদিমনগর সিলেট-৩০০৩ মোবাইল: ০১৮১৮১৩৮১৬৪

কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিস

প্রজেক্ট অফিসার, সিবি-এমটিটিপি মোবাইল: ০১৯৮০০০৮৫৮৬	**ইনচার্জ, সিটিএসপি** মোবাইল: ০১৭১৬৮৩১৪১২

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বিজ্ঞ/৩৪৪/২৩

স্বর্গীয় বাবুল ফ্রান্সিস গমেজ
মৃত্যু: ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (ইতালী, রোম শহর)

স্মৃতিতে তুমি আছ

**" শান্তি মহা শান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ রম্য দেশে তুমি আছ। "**

আমাদের এই জগৎ সংসার তার নিয়ম অনুসারে চলবে। আর তারই ধারাবাহিকতায় আমরা সবাই এই পৃথিবীর অতিথি। বেড়াতে এসেছি আবার এক সময় নিজের নীড়ে ফিরে যাবো। দাদা তুমিও তোমার নীড়ে ফিরে গিয়েছ যেখানে শান্তি, মহা শান্তিতে প্রভু যিশুর সান্নিধ্যে আছ। দাদা আমরা আমাদের মাঝে তোমাকে আর দেখতে পাই না কিন্তু তুমি আমাদের সকলের অন্তর জুড়ে আছ। আমাদের বাবা-মা এক বৃহৎ পরিবার দান করে গেছেন এই পৃথিবীতে। তাদের ভালোবাসার ফল হিসেবে আমরা বারোজন (চার ভাই ও আট বোন) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছি। আমরা কেহ USA, কেহ প্যারিস, কেহ কানাডা, কেহ কোলকাতা, কেহ গ্রাম থেকে আবার কেহ ঢাকা সিটি থেকে তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। তুমি নীরবে আছ কিন্তু তোমার কান্না, তোমার হাসি ও কথা প্রতিনিয়ত আমাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমাদের মন কাঁদছে তোমার জন্য তথাপি খুবই আনন্দিত এই ভেবে যে, তুমি সবার আগে আমাদের ছেড়ে বাবা-মা'র কাছে জায়গা করে নিয়েছ। আমদের বিশ্বাস তুমি বিশেষ করে আমাদের মায়ের কাছে খুবই শান্তিতে ও আনন্দে আছ। দাদা আমাদের জন্য তুমি প্রার্থনা করো যেন আমরা এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে সুন্দর ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন করতে পারি। যতদিন এই ধরায় আছি ততদিন যেন শত সংগ্রামের মধ্যেও ঈশ্বরের ইচ্ছা, পরিকল্পনা বুঝতে পারি ও সেই অনুসারে জীবনকে পরিচালনা করতে পারি এবং তোমার মতই একদিন সময় হলে আমরা বাবা-মায়ের কাছে অনন্ত ধামে স্থান করে নিতে পারি। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি প্রভু যেন তোমার সকল পাপ ক্ষমা করে তাঁর স্বর্গরাজ্যে স্থান দেন তাঁর বড়ই আদরের সন্তান হিসাবে।

- শোকাহত পরিবার ও ভাইবোনেরা
নতুন গেঙ্গীর বাড়ী, মোলাশীকান্দা, হাসনাবাদ ধর্মপল্লী, ঢাকা।

বিজ্ঞ/৩৪০/২৩

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কাথলিক পঞ্জিকা (বাংলা ও ইংরেজি), দৈনিক বাইবেল ডায়েরী ২০২৪ (Bible Diary - 2024), দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান ও ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার শিঘ্রই পাওয়া যাবে প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ৪০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 40
Regd. No. DA-33
❖ 5 - 11 November, 2023, ২০ - ২৬ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

স্বর্গের অনন্ত যাত্রায় ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা নিকোলাস গনছালভেস

জন্ম : ২৫ আগস্ট, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৫ নভেম্বর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
গেজেট নং - ৩০৫৬
ধনুন, নাগরী, কালিগঞ্জ

বিজ্ঞ/৩৩৮/২৩

"তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা
কে বলে আজ তুমি নেই
তুমি আছ মন বলে তাই।"

ওগো দেখতে দেখতে **১৫টি বছর** চলে যাচ্ছে তুমি আমাদের ছেড়ে পিতার বাড়ীতে কাটিয়ে দিচ্ছ। তোমার সাজানো বাগানের দায়িত্ব পালন করতে করতে আমি যে বড়ই ক্লান্ত। তারপরও ঈশ্বরের অসীম করুণায় তোমার প্রার্থনায় ভালই আছি। অনেক পরে হলেও সরকার তোমাকে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এটা আমাদের পরিবারের জন্য বড় পাওয়া। এটা সম্ভব হয়েছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ, আমাদের সকলের প্রার্থনা ও চেষ্টার ফলে। তোমার বাগানের ফুলগুলো সত্যিই অপূর্ব। তুমি স্ব-শরীরে নেই। কিন্তু তুমি যে রয়েছ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর যত দিন বেঁচে থাকি তোমার আদর্শকে সামনে রেখেই যেন বাকীটা পথ চলতে পারি। আমরা সবাই।

তোমার আদরের

ছেলে-ছেলের বউ : লিটন ও পারভীন গনছালভেস
বড় মেয়ে ও জামাই : চিত্রা ও এলিয়াস (ইতালী)
মেঝো মেয়ে ও জামাই : লিপি ও সজল (ভাসানিয়া)
ছোট মেয়ে ও জামাই : লাকী ও বাবু (সুইডেন)
নাতি -নাতিন : সান্ড্রো, এমি, লাবন্য, অপূর্ব, অবন্তী, লিয়ান, লিডিও এবং অঙ্কার।
স্ত্রী : মুকুল সেবাষ্টিনা রোজারিও

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	বুক্ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্ড	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো		৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো		২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো		১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো		১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো		৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : **01798-513042,** E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org